আগমনী ২০২৫ | *Issue 3*

SHAKTI

Celebrating Women empowerment

শক্তি

Brought to you by

Ireland Durgotsab Committee

©abhijit.the.artist

TABLE OF CONTENTS

From Ireland Durgotsab Committee	6
The Shakti Team	9
Sharad Samman	10-15
Best Wishes from Swami Vimokshananda	16
Festive greetings from the Councillors of Dublin	17
Best Wishes from Mamata Banerjee	18
IDC Theme Puja – 2025 Celebrating Gujarat	19
Media Highlights	20

Ireland and India :A Shared Moment of Reflection	21
India‘s Contribution to the World	22
সবুজ দ্বীপের রাজপুত্র	27
Twinkle World Foundation	30
Losing a friend to the Internet	32
আমার দাদুর দুটো পোষা টিকটিকি ছিল	34
An Elegy on the fall..	35

TABLE OF CONTENTS

Burdwan Stew and Loll Shraub – Diet of the British in19th Century Bengal	36
Will the birds be back ?Will the birds be back?	38
What Feminism implies	39
Stories in Silence	40
ধ্যান ভঙ্গ কর ভোলানাথ	41
A Theatre Triumph :I Mandala Production's" HIGUITA" Mesmerised Irish Audiences	42
The Wanderings of the Elk	44
মা দুর্গা	45

Ma Durga – Message from Shivanshi	47
Let it heal as every wound has a story to reveal	48
শ্রাবণ	50
Art Gallery	53-67
Recipe - *Mochar Ghonto*	68
Fish Wish	70

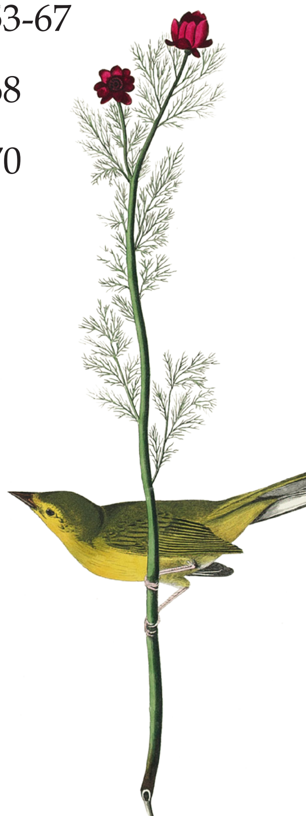

©abhijit.the.artist

আয়ারল্যান্ড দুর্গোৎসব- আমাদের দুর্গোৎসব

From Ireland Durgotsab Committee

আয়ারল্যান্ড দুর্গোৎসব কমিটি এবছর নবম বার্ষিকী দুর্গাপূজা উদযাপনে সকলকে আহ্বান জানাচ্ছে।

২০১৭ সাল থেকে আমাদের যাত্রা শুরু হয়। আমরাই প্রথম পূজা কমিটি যারা সাধারণত বেলুড় মঠ অনুসরণ করে তারিখ ও সময় অনুযায়ী পাঁচ দিনের দুর্গা পূজা করি। আমরা গত নয় বছরে রেকর্ড পরিদর্শক বৃদ্ধি দেখেছি।

আমাদের আচার-অনুষ্ঠান শুরু হয় মহালয়া তর্পণ দিয়ে যেখানে লোকেরা বিদেহী আত্মার জন্য প্রার্থনা করে। আমরা লিফি নদীর তীরে বাণিজ্যিক রোয়িং ক্লাবে (Commercial Rowing Club, Dublin 8) আমাদের পূজা করি। ষষ্ঠীর দিন ঢোল পিটিয়ে মা দুর্গার আবাহনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় আমাদের দুর্গা পূজা। সপ্তমী শুরু হয় নবপত্রিকা স্নান থেকে। আমাদের সবচেয়ে মূল্যবান মুহূর্ত হল অষ্টমী পুষ্পাঞ্জলি এবং সন্ধি পূজা। কুমারী পূজা সাধারণত নবমীতে অনুষ্ঠিত হয় এবং তারপরে হবন হয়। আমাদের নৈবেদ্য ভারতীয় এবং আইরিশ ফল এবং সবজির মিশ্রণ দিয়ে গঠিত। আমাদের সন্ধি পূজা ১০৮টি লিলি ফুল এবং ১০৮টি প্রদীপ দ্বারা সঞ্চালিত হয়।

পাঁচ দিন ধরে মা দুর্গাকে ভোগ নিবেদন করা হয় যার মধ্যে রয়েছে ভাত, ডাল, পাঁচ ধরনের ভাজা শাকসবজি, নিরামিষ তরকারি, চাটনি এবং মিষ্টি। প্রত্যেক দিন একই ভোগ থাকে, শুধু অষ্টমীতে খিচুড়ি ও লাবড়া এবং নবমীর জন্য পোলাও এবং পনির।

পাঁচ দিন ধরে সকাল-সন্ধ্যা ভক্তদের প্রসাদ দেওয়া হয়।

কোভিড সময়কালে ২০২০ সালে, আমরা কার্যত পাঁচ দিনের পূজা পরিচালনা করেছি এবং ভক্তদের প্রসাদ বিতরণ করেছি। প্রতি বছর আমরা নতুন কিছু করার চেষ্টা করি। গত বছরের মতো আমরা পুরোহিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছি যেখানে আগ্রহী ব্যক্তিরা প্রশিক্ষণ নিতে পারেন।

তিনজন প্রশিক্ষিত পুরোহিত গত বছর দুর্গাপূজা করেছিলেন। ২০২১ সালের জন্য আমরা কলকাতা, ঢাকা এবং বলিউড থেকে সেলিব্রিটিদের অনুমোদন পেয়েছিলাম।

আমরা ২০২১ সালে দুটি পুরস্কার পেয়েছি এবং আমরা ২০২২ সালে সেরা পূজা, সেরা প্রচার, সেরা স্থান এবং সেরা অনুষ্ঠান বিভাগে চারটি পুরস্কার পেয়েছি।

2023 সালও আইডিসির জন্য ব্যতিক্রম ছিল না. Eventex থেকে দুটি গৌরবময় পুরস্কার জিতেছিল। একটি সেরা নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য এবং অন্যটি সেরা স্থানের জন্য। এখানকার মনোরম সৌন্দর্যের কারণে আমরা আমাদের পূজা শুরু করার পর থেকে প্রায় প্রতি বছরই সেরা স্থানের পুরস্কার পেয়ে এসেছি। লিফি নদীর

উপস্থিতি এই জায়গাটিকে একটি অনন্য স্থান করে তুলেছে. 2023 সালের আরও একটি প্রাপ্তি ছিল, "শক্তি" ম্যাগাজিন চালু করা যেখানে সকলে নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে তাদের গল্প, কবিতা, অঙ্কন দিয়ে ম্যাগাজিনটিকে সাফল্য মন্ডিত করে তোলে। এই ম্যাগাজিনটি পড়লে আমাদের নিজেদের দেশের পূজা সংখ্যার কথা মনে পরে যায়। কৃতিত্বের তালিকায় যোগ করার মতো আরেকটি বিষয় হল বাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিটি টি, যেটি তিনি লিখেছিলেন আমাদের প্রেসিডেন্ট মহাশয়কে তার সাহায্যের আশ্বাস দিয়ে। তার চিঠিটি আমাদের এই পূজাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট অনুপ্রেরণাদায়ক। আমরা ভবিষ্যতে তার কাছ থেকে আরও সাহায্য পাব বলে আশাবাদী।

আমরা 2017 সালে কুমারী পূজাও শুরু করেছি যা স্বামী শান্তিব্রতানন্দ জি মহারাজ (ডাবলিন রামকৃষ্ণ বেদান্ত কেন্দ্রের মহান্ত মহারাজ) এর নিজের হাত দিয়ে শুরু। স্বাভাবিক ভাবেই কুমারী পূজা ঠিক একই পদ্ধতিতে করা হয় যে পদ্ধতি বেলুর মঠে অনুসরণ করা হয়।

আমাদের পূজা একটি সম্পূর্ণ প্যাকেজ যেখানে ৫ দিনের সম্পূর্ণ পূজার আচার,-আচরণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, পুজোর ভোগ, খাওয়া দাওয়া এবং আরও অনেক কিছু উপভোগ করা যায়।

দশমীর দিনে আমরা সিদুর খেলা এবং শঙ্খ ফুঁক এবং ধুনুচি প্রতিযোগিতার মাধ্যমে কলকাতার দুর্গা পূজার মনোরম পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা করি।

আমরা অনেক আইরিশ লোকের পৃষ্ঠপোষকতায় আশীর্বাদ পেয়েছি যারা আমাদের পূজায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে তাই এই পূজা এখন একটি আন্তর্জাতিক উৎসবে পরিণত হয়েছে।

ইউনেস্কো (UNESCO) কর্তৃক ২০২১ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতার দুর্গাপূজাকে 'মানবতার অবলুপ্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য' (Intangible Cultural Heritage of Humanity) হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এটি ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের এক অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব, যা কেবল ধর্মীয় উৎসবই নয়, বরং সামাজিক বন্ধন, ঐতিহ্য, এবং শিল্পকলার এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবেও স্বীকৃত।

আমাদের মূলমন্ত্র হল আপনার সদয় এবং আন্তরিক সহযোগিতায় আমাদের পুজোকে মহিমান্বিত করা।

আমাদের তহবিলের একটি অংশ আয়ারল্যান্ডে অবস্থিত একটি দাতব্য সংস্থা আইরিশ ক্যান্সার সোসাইটিতে (cancer.ie) এবং আরেকটি অংশ ভারতের কলকাতায় অবস্থিত একটি এনজিও ফিউচার হোপের (https://www.futurehope.net) কাছে যায়। আমরা বিশ্বাস করি মানুষের সেবাই প্রকৃত ঈশ্বরের সেবা।

From Ireland Durgotsab Committee

Ireland Durgotsab brings all communities together through the theme..... Women empowerment.

With great honour and enthusiasm we extend our invitation to all the communities to join the celebration of Durga Puja, a cultural phenomenon that embodies diversity, resilience, and the empowerment of women.

Durga Puja has transcended borders and cultures, gaining global recognition from people all over the world. UNESCO has declared this festival as an "Intangible Cultural Heritage of Humanity".

This accolade reflects the festival`s deep cultural significance and unifying essence, making it a powerful beacon of values that resonate across communities.

We are thrilled to share that Ireland Durgotsab celebration has consistently been recognized for excellence on an international scale. Over the past four years (2021, 2022, 2023 and 2024),

we have proudly received six awards under the International Puja category from the esteemed "Sharodutsav Samman" (www.sharodutsavsamman.com), highlighting our commitment to delivering a remarkable experience that bridges culture and tradition on a global stage.

The message of Durga Puja is profound: it symbolizes the triumph of good over evil and the strength and dignity of womanhood. When you look at the Goddess with her ten hands and four children, it develops a deep sense of maternal power in our minds. She with ten hands slays the demon and performs multi tasks just like our mothers. She is no different.

In today`s world, challenges such as racial prejudice and hate attacks impact communities negatively. Events like these serve as an opportunity to foster inclusivity and welcome diversity through cultural celebration.

Your presence at this event would undoubtedly serve as a source of inspiration and reinforce shared values of community, respect, and security for many.

On behalf of Ireland Durgotsab Committee we invite you to attend our 9th year of Durga Puja, hosted at **Commercial Rowing Club, Islandbridge, Dublin 08, D08 E9W6**.

Whether you are a devotee or the cultural aspect of the celebration interests you, you are most welcome to come and join us as we celebrate together as a big family.

The Shakti magazine team

Swami Shantivratananda

Anasua Chatterji

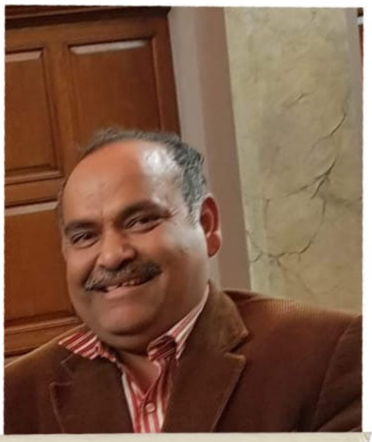

Debaprasad Haldar

Saswata Chatterjee

Satabdi Deb

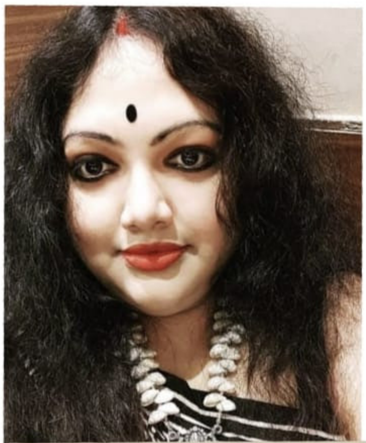

Sreetanwi Chakraborty

Sharad Samman

Our Sponsors

From the Ireland Durgotsab Committee, we would like to thank our sponsors

Our Sponsors

From the Ireland Durgotsab Committee, we would like to thank our sponsors

eurasia supermarket

TILEX

NAMASTE INDIA
Est 1999

Our Sponsors

From the Ireland Durgotsab Committee, we would like to thank our sponsors

World of Spices is a vibrant Asian store located in the heart of Dublin City. This store offers a wide array of authentic herbs, spices and ingredients from across Asia, catering to both everyday cooking and special culinary adventures.The friendly staff are always ready to assist you.

This store is a must visit for anyone interested in exploring the rich flavors of Asian Cuisine.

Address - 17 Talbot St, North City, Dublin, D01 A8X0

Phone 015886257

Our Sponsors

From the Ireland Durgotsab Committee, we would like to thank our sponsors

Our Sponsors

From the Ireland Durgotsab Committee, we would like to thank our sponsors

Toyota Liffey Valley

BLUE MANGO

IMPACT IRELAND ‹METALS› LTD
Engineering Steel Stockist
STAINLESS STEELS - NICKEL ALLOYS - ALUMINIUM - ENGINEERING PLASTICS - ENGINEERING STEELS

nqa. ISO 9001 AS9120 INTEGRATED MANAGEMENT

My loving greetings on this holy and auspicious occasion of Mahalaya and Srimat Swami Akhandananda Ji Maharaj's Jayanti.

"The spiritual path for the present age lies through the harmony of all the paths of the earlier ages - harmony of knowledge, devotion, and selfless work. We must have all these: we must have knowledge, devotion, and service. It won't do to have only one".

— Swami Akhandananda

From The Apostles of Sri Ramakrishna, page 363

May these profound teachings of Swami guide our spiritual lives!

— Swami Vimokshananda

Festive greetings from the Councillors of Dublin

As we reflect on this shared journey, I also want to take a moment to wish everyone in the Indian community a very Happy Durga Ashtami.

Growing up between Goa and Mumbai, this festival has always been close to my heart—a time of devotion, joy, and togetherness. May Maa Durga bless our community with strength, wisdom, and prosperity, and may her divine energy continue to guide us in overcoming challenges with courage and grace.

Shubh Ashtami to all!

Cllr. Punam Rane

Dublin Bay South

"On the auspicious occasion of Durga Puja, I extend my warm greetings to all. May Goddess Durga bless every home with strength, happiness, and prosperity, and may this festival inspire harmony and togetherness in our community. Let us celebrate this divine occasion with devotion, joy, and unity.'

Kind Regards,

Cllr. Baby Pereppadan

Dear Readers,

It is with immense joy that I extend my heartfelt wishes to you all as we step into this auspicious season of Durga Puja.

I am delighted to share my warm greetings with the readers and participants of this year's Durga Puja celebration hosted by the Ireland Durgotsav Committee. This festival is a time for us to come together, celebrate, and honor the enduring spirit of Durga Puja, a spirit that bridges hearts and cultures, connecting us to our roots while embracing the beauty of our Emerald Isle. Wishing you a joyful and blessed celebration!

Warm regards,

Cllr. Supriya Singh

Donaghmede Electoral Area

Dublin Bay North

মমতা ব্যানার্জী
Mamata Banerjee
ममता बनर्जी
ممتا بنرجی

মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ
Chief Minister, West Bengal
मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल
وزیراعلیٰ، مغربی بنگال

১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫

শারদ শুভেচ্ছা

শরৎ আকাশে নীল গগনে,
মা আসছেন দুর্গা অঙ্গনে

বাঙালির শারদপ্রাতে আবার উৎসবের পরিচিত সুর। পুজোর গন্ধ নিয়ে শরৎ এল, মায়ের আসার সময় হল। নীল আকাশে আবার ভাসবে সাদা মেঘের ভেলা, মণ্ডপে মণ্ডপে শোনা যাবে ঢাকের আওয়াজ। শিউলির সুবাসে, কাশের দোলায় আর আগমনী গানের ছন্দে হবে আনন্দময়ীর মর্তে আগমন।

প্রতীক্ষার প্রহর গোনা শেষ। উমা আসছেন, আমাদের সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি আর ভালোবাসার উৎসবে যোগ দিতে, মানুষের আনন্দ-উচ্ছ্বাসে সামিল হতে। আবার আমরা পালন করব আমাদের সবচেয়ে বড় ও প্রিয় উৎসব - দুর্গাপুজো। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবাই মিলে ভাগ করে নেব পুজোর আনন্দ।

প্রার্থনা করি, দশভুজার চরণস্পর্শে আলোকিত হোক এই ধরণীতল আর আনন্দঘন হয়ে উঠুক জীবনের প্রতিটি প্রহর। বাঙালির ঘরে ঘরে বেজে উঠুক শঙ্খধ্বনি, প্রজ্জ্বলিত হোক আশার প্রদীপ। জগজ্জননীর আশীর্বাদ পৃথিবীর বুকে বয়ে আনুক সুখ, শান্তি, সংহতি, সমৃদ্ধি ও একতার বার্তা।

আপনাদের শারদোৎসবের আয়োজন সফল হোক। সকলকে জানাই আমার অনেক অনেক প্রীতি, অভিনন্দন আর শুভ শারদীয়ার শিউলি শুভেচ্ছা।

(মমতা ব্যানার্জী)

সভাপতি
আয়ারল্যান্ড দুর্গোৎসব কমিটি
কমার্শিয়াল রোয়িং ক্লাব
আইল্যান্ডব্রিজ, ডাবলিন ০৮, ডিও৮ ই৯ ডব্লু৬

Nabanna, West Bengal Secretariat, Howrah-711102, West Bengal, India
T: +91 33 - 22145555, +91 33 - 22143101; F: +91 33 - 22144046, +91 33 - 22143528

IDC Theme Puja 2025 – Celebrating Gujarat

This year marks a special milestone for **Ireland Durgotsab Committee (IDC)**, as we host our **second consecutive theme Puja**. Following the wonderful response last year, the theme for this year's celebrations is **Gujarat**, a land of vibrant colors, traditions, and culture.

The journey of preparations began almost **six months ago**, with the dedicated decoration team coming together to plan, collect, and create. Despite being miles away from India, the team worked tirelessly to source materials from different places. They held multiple meet-ups—four to five sessions—where ideas were shared, designs were refined, and every small detail was carefully thought through.

Creating a Gujarat-inspired décor abroad is not an easy task. Unlike back home, materials are not readily available, and every element requires additional effort, resourcefulness, and creativity. Yet, the decoration team poured their hearts into this project, ensuring that every corner reflects the **authentic flavor and festive spirit of Gujarat**.

Their hard work and dedication go far beyond just decoration—it is about recreating a cultural experience for the community. With love, effort, and collaboration, they have brought Gujarat closer to us here in Ireland, making this year's Puja truly memorable.

Ireland and India: A Shared Moment of Reflection

THE TIMES OF INDIA, BENGALURU
WEDNESDAY, AUGUST 27, 2025

TIMES *Special*

13

What's behind racist attacks against Indians in Ireland?

There have been multiple incidents in the past month of Indians being targeted by groups of mostly young adolescents. Authorities say the violence has been whipped up by social media even as juvenile laws make it difficult for a heavy crackdown to be launched against the perpetrators

Naomi Canton

London: The number of Indians who have moved to Ireland has more than tripled in the last 10 years, from about 20,000 in 2015 to over 70,000 in 2024. The community has filled roles in sectors spanning healthcare and tech to finance and pharma even as a person of Indian heritage has served as the country's PM. The two countries also have shared history: like India, Ireland too had to earn its independence from the British after a hard-fought freedom movement.

But the country has appeared less welcoming of late for the Indian diaspora, which finds itself the target of a series of unprovoked, racially motivated attacks that started mid-July. The violence (see box) is being attributed mainly to young adolescents who, in at least one instance, brutally assaulted a six-year-old Indian-origin girl, telling her to "go back to India".

The Immigrant Story

Indians started to move to Ireland during the Celtic tiger boom, a period of rapid growth from mid 1990s to the late 2000s fuelled by FDIs and a focus on information technology. Their numbers began to rise after 2015 as Indian students made a beeline for the country, drawn by its two-year post-study work visa. In fact, one estimate says that there are around 84,000 Indian-origin people living in Ireland now, of whom around 34,000 are PIOs and 40,000 NRIs.

The country also hosts about 10,000 Indian students and offers promising prospects — given a big local shortage of highly skilled professionals — with the multinationals that had moved in attracted by its low corporation tax.

Around 1,50,000 people came to Ireland in the year ending April 2024, the largest 12-month increase in close to two decades. Indians are now one of the largest ethnic minority groups in the country. All this has seemingly provided the stage for accusations and misunderstanding with some sections claiming that Indians were taking up all the housing and living off state benefits. While the far-right is a minority in Ireland, the anti-immigrant hatred gets amplified on social media.

Irish capital Dublin had seen anti-immigration protests in Nov 2023 when buses were set on fire and shops looted. Leo Varadkar, whose father hails from Maharashtra, was the PM then. But while attacks on immigrants from all backgrounds have occurred earlier, *it is Indians who have seemingly become the exclusive target of violent episodes that have been reported since July 19, when an* Indian-origin man was assaulted in the suburb of Tallaght in Dublin.

Law And Leniency

The assaults appear to have all been carried out by gangs of teenagers under 18, some as young as eight. Locals say the assailants likely come from disturbed homes in the rough suburbs known for rampant heroin use.

"I think these are random copycat attacks targeting people with brown skin," said Anand Kumar Pandey, a member of the Ireland-India Council (IIC) who has been working in Ireland since 2016. He said those behind the attacks are people who, "don't feel part of mainstream society and feel things are being taken from them".

Nonetheless, the Indian community is on edge. *They are afraid to step outside late at night and are avoiding public transport. Janmashtami celebrations, due to take place at the national basketball arena last weekend, were moved to the Iskcon Dublin temple owing* to fears for the safety of Indians. IIC has also postponed 'India Day' celebrations that were scheduled for Aug 15 in view of the "violent attacks" on the community.

"We feel that the situation at the moment for holding India Day is not conducive," one office-bearer said. What has exacerbated the Indian diaspora's safety concerns is a lack of arrests after so many attacks, but that may have more to do with Ireland's juvenile laws.

The Children Act 2001 states that arrests and detention of children should be "a last resort" and encourages warnings and community sanctions instead. There is only one children's detention centre in the whole of Ireland and it holds just 46 young people.

"What I find most concerning about these attacks is that the majority appear to be carried out by young people. I hope to see progress on those investigations soon," said Irish minister for justice, Jim O'Callaghan.

The deputy PM, or Tanaiste (the PM is called Taoiseach in Irish), Simon Harris, echoed the need for action. "We need to look at whether further sanctions are needed. Do we need to look again at some of our laws in relation to children," he said, adding that social media was to blame for spreading disinformation and amplifying racism.

A spokesperson for the Gardai, or Irish police, told **TOI**, "Each of these individual incidents is being fully and thoroughly investigated. Garda Juvenile Liaison Officers are also engaging with the community and youth groups on the matter."

But the Indian diaspora is not certain how effective these steps will be. "They (juvenile attackers) would have definitely been arrested by now in India. The problem is if you arrest minors here, the courts will release them and they become more emboldened. If you are not in a position to keep them in prison, or some rehabilitation process, then the arrest becomes meaningless," said IIC chairman Prashant Shukla, who has lived in Ireland since 2002. "We have suggested the parents should be held responsible if the minors are repeat offenders."

He stresses that "justice needs to be seen to be served". Strict privacy laws in the European Union (Ireland is a member) means that "other than the victim, no one else will know what happens in these cases", Shukla pointed out. "We feel the police need to provide some sort of update on these investigations... It was attempted murder in a few instances, so it needs to be dealt with in that way".

At least one politician attributed such hate crimes to police staffing issues. "Gardai numbers are lower in Ireland than they were in 2009, even though the population has grown immensely in that time. This has seen a commensurate rise in crimes of this nature, and it is no coincidence. The Irish govt must address the recruitment and retention issue in our police force," said Sean Crowe, who represents Dublin South West in the Irish parliament.

The Way Forward

Members of both Iskcon and IIC say they have received hate messages on their phones in recent weeks. The climate of fear is palpable and has begun to take a toll.

"Indian students are already changing their decision about coming to Ireland. Some are asking for refunds from the universities and trying to cancel their admissions," said Aditya Mandal, an AI professional from West Bengal. The issue is that "right now, teenagers know they can get away with it and don't fear the police".

Pandey of IIC says it's a question of will. "When an American citizen was attacked last year in Dublin, the suspect was caught very quickly. Not sure there is the same response for an Indian citizen." But he also acknowledged that there are larger issues involved. "There is a shortage of social and private housing, a shortage of hospital beds; there are all sorts of shortages as things here are not necessarily planned."

But the violence cannot serve anybody's interests, Shukla suggests, noting that most Irish are deeply against it. "If you see Pahalgam (attack), what was the objective? I definitely feel these attacks (in Ireland) are organised to hurt the Irish economy. The majority of Irish people are condemning these attacks — I have received hundreds of messages expressing solidarity."

Shukla said he's in the midst of setting up a solar panel manufacturing business in Ireland that will cost about £40m and create 200 jobs. Now, one of the investors has turned jittery.

But he had a piece of advice for Indians, too. "When we take out cultural processions during Indian festivals, the Irish extreme right-wingers propagate on social media that Indians have taken over Irish streets and that fuels some sort of hate. I feel over-demonstration of Indian culture needs to be avoided. To have peaceful coexistence, we need equal respect for Irish culture so the Irish community should not feel threatened."

What is needed, according to Shukla, are "policy and legislative changes". "The hate on social media needs to be controlled too," he says. "The far-right groups are creating a perception that Ireland belongs to the Irish, that Ireland is full and this kind of narrative... (But) we can fight it with the majority of good, friendly Irish people."

Protesters, including from the Indian community, at a march against racism last month in Dublin following an attack on an Indian national in the Irish capital

Number of Indians In Ireland

2015	2020	2024
20,363	42,645	70,228

Source: UN

'Go Back To India'

July 19, 2025 | A **40-year-old Indian man** is brutally attacked in a Dublin suburb. The attackers are alleged to have **made a video of the incident and posted it on social media**

Aug 1 | **Lakhvir Singh,** an Indian-origin taxi driver in his 40s, is attacked by two men after he drops them at a Dublin suburb. The suspects fled shouted, **"go back to your own country"**, while fleeing

Aug 4 | A **six-year-old girl** is attacked by a group of kids, aged between 8 and 14, in the city of Waterford. The attackers punched the girl in the face, pulled her by the hair and hit her on the private parts with a cycle, telling her, **'Dirty Indian, go back to India'**

Aug 6 | **Laxman Das, an Indian-origin hotel chef in Dublin,** is attacked on his way to work by three suspects who flee with his phone, credit cards and electric bike

The Indian community has reported other incidents of attacks on them in recent days. On Aug 1, the Indian Embassy in Dublin issued an advisory saying, "There has been an increase in the instances of physical attacks reported against Indian citizens in Ireland recently... all Indian citizens in Ireland are advised to take reasonable precautions for their personal security and avoid deserted areas, especially in odd hours"

"The majority [of these attacks] appear to be carried out by young people. I hope to see progress on those investigations soon
— *Jim O'Callaghan, justice minister, Ireland*

An anti-immigration demonstration in Dublin earlier this year

Ireland and India: A Shared Moment of Reflection

During my recent trip to Bangalore and Goa, I was struck by something I had never experienced before. Indian newspapers prominently featured stories about Ireland, and almost every conversation I had circled back to the same topic: the safety of Indians in Ireland. I found myself constantly explaining, justifying, even defending a situation that has clearly caught the attention of an entire nation.

The Times of India recently carried a full-page report on the rise in racist attacks against Indians in Ireland. What stood out was not just the reporting of these incidents, but the fact that this story has entered mainstream Indian consciousness. Historically, Ireland has rarely figured in India's headlines—today, it is front and centre.

One question I kept hearing was: Did Leo Varadkar's exit from mainstream politics bring this to the surface—something that had been brewing beneath the radar? I don't have the answer, but it is undeniable that Varadkar was more than a political leader for many Indians. He was a symbol of aspiration and belonging, someone whose presence made the Irish-Indian story feel shared.

There is another dimension too—the extraordinary rise of Indian professionals in Ireland across technology, healthcare, finance, and beyond. They are not just workers; they are decision-makers, innovators, and leaders. Their visibility and influence are reshaping Ireland's economic and social fabric.

And that brings us to politics. Looking ahead, the 2029 elections in Ireland could be a turning point. Indian-origin voters, who have historically rallied behind Varadkar the individual rather than a political party, may well emerge as the true game changers. Their voice will matter—not just in community halls, but at the ballot box.

The conversations making rounds across India today reveal a simple truth: Ireland is no longer just a destination for opportunity; it is a place where Indians feel deeply invested in the future. That comes with responsibility—for both nations—to foster inclusion, security, and trust.

The spotlight is on Ireland. How we respond now will shape not only our international reputation but also the confidence of a community that has already given so much to this country.

By

Cllr. Punam Rane

Dublin Bay South

India's Contribution to the World

Swami Shantivratananda

Minister and Spiritual Director

Ramakrishna Vedanta Centre, Dublin

India's contribution to world civilization has been large, and will be larger in the future. As time passes, paradoxically, India's contributions are being more and more revealed and acknowledged. This is preparing the ground for her future right to serve the world. Those who look from the economic, military, or other angles completely miss out India's presence, because she is almost absent in these areas. But looked from the spiritual angle India's contribution is vast. Humankind is moving towards its higher spiritual destiny and it is from this perspective that she is and will be important.

India's Influence

Swami Vivekananda said about India's contribution: 'India's contribution to the sum total of human knowledge has been spirituality, philosophy. These she contributed even long before the rising of the Persian Empire; the second time was during the Persian Empire; for the third time during the ascendancy of the Greeks; and now for the fourth time during the ascendancy of the English, she is going to fulfil the same destiny once more.'[1]

Sylvain Levy, the eminent French scholar, said about India's influence:

> From Persia to the Chinese sea, from the icy regions of Siberia to the islands of Java and Borneo, from Oceania to Socotra, India has propagated her beliefs, her tales, and her civilization. She has left indelible imprints on one-fourth of the human race in the course of a long succession of centuries. She has the right to reclaim in universal history the rank that ignorance has refused her for a long time and to hold her place amongst the great nations summarizing and symbolizing the spirit of Humanity.[2]

Every nation has its distinctive feature and this makes for the vast diversity of humankind. India's distinctive feature is its teaching that life is essentially spiritual. It is true that no civilization has ever lived and thrived without a spiritual basis, for civilization has no meaning without the control of the baser impulses and a concern for others as well as the environment. But those civilizations that aimed primarily at increasing their dominance, thirsting for power and pleasure, inevitably died out. The craze for power and material

supremacy brings in its train wars of conquest, exploitation, subjugation of other races, and mutual conflict among conquering nations. Cease-less striving for material satisfaction never brings satisfaction but spurs people to more external conquests till they simply exhaust themselves to become prey to other conquering people.

E J Urwick, in his remarkable book The Message of Plato, traced the major ideas of Plato to Indian philosophy.[3] Richard Garbe, regarded as the greatest authority on Sankhya philosophy in Europe, held the view that Sankhyan ideas have exerted great influence on the doc-trines of Heraclitus, Empedocles, Anaxagoras, Democritus, and Epicurus.[4] Moriz Winternitz was convinced that Pythagoras was influenced by Sankhya philosophy, and that the Gnostic and the Neo-Platonist philosophers took up many Indian philosophical ideas.[5]

Max Müller argued that Pythagoras came in touch with some brahmanas in Persia, if not in India, and that his famous theorem is found in the Shulba Sutra of Bodhayana.[6] And it is said that he received the ideas of the science of music, the importance of the numbers, and the exist-ence of the fifth element from India (ibid.). The Pythagoreans regarded spitting before fire as a grievous sin, and they abstained from beans— both of these are Vedic conventions (ibid.). Henry T Colebrooke said that the doctrines of Pythagoras were rooted in India (ibid.).

Plotinus is known to have travelled to the East and to have come in contact with Indian philosophers.[7] Indian philosophers have again and again emphasized the idea that the Absolute, which is also the Infinite, cannot be apprehended by the finite human mind, nor expressed in the limited human speech. One of the ways of understanding the absolute Reality, in Indian philosophy, is by the process of elimination, 'neti neti; not this, not this', which also constitutes the central idea in the philosophy of Plotinus, who said: 'We can say what it is not, but we cannot say what it is.'[8] He further stated:

When we say … that He is above being, we do not say that He is this or that. We affirm nothing; we do not give Him any name. … We do not try to understand Him: it would in fact be laughable to try to understand that incomprehensible nature. But we … do not know what to call Him. … Even the name of the One expresses no more than the negation of His plurality. The problem must be given up, and research fall into silence. What is the good of seeking when further progress is impossible? … If we wish to speak of God, or to conceive him, let us give up everything. When this has been done … let us examine rather whether there is still not some-thing to be given up.[9]

There is also evidence of the presence of Indian thinkers in Athens as early as the fourth century bce. One Indian met Socrates and asked him what the scope of his philosophy was. 'Replied Socrates, "an enquiry into human phenomenon." This reply drew from the Indian a diffident query who exclaimed, "How can a man enquire into human phenomena when he is ignorant of divine ones? " '[10]

Alexander the Great came to India's west-ern region in 327 bce, conquering all the countries on his way. It seems he had a secret desire to come in touch with India's philosophic and spiritual thought because Aristotle, his teacher, has asked him to obtain a teacher from India. Greek historians have preserved the episode of his meeting with an Indian sage in Punjab. Swami Ranganathananda narrated it thus:

The Emperor went to meet him and, impressed by his talk with him, invited him to accompany him to Greece. The sage declined the invitation. The Emperor persuaded and pressed him. Still he did not accept. Then asserting his position as the Emperor, Alexander drew his sword and threatened to kill him if he did not obey his behest. At this, the sage burst into a laughter. When the Emperor asked the reason for his laughter and whether he was not afraid of his sword, the sage replied that this was the most foolish thing that he had ever said in his life; that he, the Emperor of the material world, could never kill him, since he was not the body but the spirit, eternal and ever free, which no fire could burn, no water could wet, and no weapons could pierce. And for once, in his all-conquering career,

the Emperor came across a person who did not fear him. The whole world feared him; the whole world bent down before him; but he saw this one man in India before him who stood calm, and fearless of all the material power represented by this Emperor.[11]

The thought of the third century Alexandrian philosopher Ammonius Saccas reflects Indian inspiration. He met Indians and had his initiation into yoga, of which he became master.[12] It may be noted that the disciplines he practised were unknown in Alexandria at that time. 'Ammonius, the master, made such an impression on his times by his great wisdom and knowledge that he was known as the "god-taught"; he was more than a mere eclectic; he himself attained to spiritual insight. The pupil Plotinus also shows all the signs of a student of the eastern Rāja Yoga, the "kingly art" of the science of the soul.' [13]

In so far as religious thought is concerned, India's contribution to the development of Muslim mysticism is beyond doubt. That was the time when the Christian canon was taking shape, and nearer India, in Iran, the Magian Zoroastrian revival was beginning to take shape under the Sassanian dynasty. Under the second monarch of that dynasty, Shapur I, who ruled from 241 to 272 ce, we find that 'The King of Kings Shapur son of Ardashir further collected those writings of the Religion that were dispersed throughout India, the Byzantine Empire, and other lands, and which treated of medicine, astronomy, movement, time, space, substance, creation, becoming, passing away, qualitative change, logic and other arts and sciences.'[14]

It is not only that Indian works on science, mathematics, and astronomy were translated into Arabic, but also works on Indian philosophy and religion, particularly during the 'Abbasid period, specially in the reigns of Al-Manṣūr and Harun Al-Rashīd'. Islamic ideas dovetailing harmoniously with Indian ones became solidified in the Sufis when 'Hindu monistic pantheism developed an artistic religious symbolism and imagery for human-cum-divine love.'[15]

Western Studies of Indian Scriptures

British archaeologists, under the leadership of Sir Flinders Petrie, excavated Memphis, the ancient capital of Egypt, and discovered many statues that seem Indian in origin. Petrie concluded that these statues proved the existence of an Indian colony in ancient Egypt about 500 bce. One of the statues is of an Indian seated cross-legged in deep meditation, like a yogi. It is surmised that ideas of asceticism, which were unknown in ancient Egypt, and what appeared in Egypt about this time must have been due to contact with Indians.[16]

The historian John Pentland Mahaffy stated: 'The Buddhist missionaries were the forerunners of the Christ. Philosophers, like Schelling and Schopenhauer, and the Christian thinkers, like Dean Mansel and D Milman, admit that the Essene and the Therapeutaes arose through the influence of Buddhist missionaries who had come from India during the reign of Ashoka.'[17] Swami Abhedananda commented that the Essenes be-longed to a tantric order of India and owed their name to Ishani, the Sanskrit appellation of the tantric goddess Durga.[18]

The Upanishads are the culmination of Vedic ideas and present a philosophy that is a bold enquiry into the nature of existence. A collection of them was translated into Persian in 1656 and into Latin in 1801. The German philosopher Schopenhauer wrote: 'There is no study more beneficial and elevating to humanity than the study of the Upanishads. It has been the solace of my life and it will be the solace of my death.'[19]

The philosophy of the Upanishads was simplified and rearranged in the Bhagavadgita. The English philosopher Carlyle studied it and then recommended it to Emerson. The study of the Upanishads and the Gita was a favourite with Emerson and had a marked influence on his writings. For example, his poem 'Brahm' is almost a literal translation of parts of the Gita. In his own poetic style, Thoreau, the New England thinker, writes: 'What extracts from the Vedas I have read fall on me like the light of a higher and purer luminary … like the full moon after the stars have come out' (ibid.).

Indian influence in America began with the Transcendentalists of Concord, of whom Emerson was the leader and Thoreau a devoted sup-porter. Emerson was the first great American who said: 'I owed … a magnificent day to the Bhagavad-Gītā. It was the first of books; it was as if an empire spoke to us, nothing small or un-worthy, but large, serene, consistent, the voice of an old intelligence which in another age and climate had pondered and thus disposed of the same questions that exercise us.' [20] After reading Manu, Thoreau said: 'I cannot read a sentence in the book of the Hindoos without being elevated as upon the tableland of the Ghauts. It has such a rhythm as the winds of the desert, such a tide as the Ganges, and is as superior to criticism as the Himmaleh Mounts.' [21] Leon Roth of the Hebrew University said that 'India has always implied for the world at large the inward light of the spirit; and this light is more needed today because of the dark mists of scientific barbarism which seems to be closing in upon the world from all sides.'[22]

Dr Jean Filliozat of the College de France, Paris, in his recent studies on the external cultural relations of ancient India, believes that the Upanishads had an influence on the thought of the Middle East in the first centuries of the Christian era. Dr S Radhakrishnan devoted several chapters of his book Eastern Religions and Western Thought to a masterly discussion of the spiritual and cultural relations between India and Greece, and India and Palestine.[23] The French Indologist Louis Renou viewed India as 'the repository of the noblest spiritual tradition, the only one in the whole world which has been alive throughout the centuries.' [24]

Dr Kenneth Walker, the eminent English thinker, presiding over the Sri Ramakrishna Birth Anniversary meeting in London, in March 1949, said: 'India, the greatest spiritual force of the world, even main-tains today those fountain sources of eternal life, which are the only hope of the spiritual resurrection of humanity.'[25]

Swami Vivekananda's Views

Referring to India's greatness Swami Vivekananda affirmed: If there is any land on this earth that can lay claim to be the blessed Punya Bhumi, to be the land to which all souls on this earth must come to account for Karma, the land to which every soul that is wending its way Godward must come to attain its last home, the land where humanity has attained its highest towards gentleness, towards generosity, towards purity, towards calmness, above all, the land of introspection and of spirituality—it is India. Hence have started the founders of religions from the most ancient times, deluging the earth again and again with the pure and perennial waters of spiritual truth. Hence have proceeded the tidal waves of philosophy that have covered the earth, East or West, North or South, and hence again must start the wave which is going to spiritualise the material civilisation of the world. Here is the life-giving water with which must be quenched the burning fire of materialism which is burning the core of the hearts of millions in other lands. Believe me, my friends, this is going to be.[26]

Swamiji had a vision of India and its future greatness: 'Study the history of the whole world, and you will see that every high ideal you meet with anywhere had its origin in India. From time immemorial India has been the mine of precious ideas to human society; giving birth to high ideas herself, she has freely distributed them broadcast over the whole world. The English are in India today, to gather those higher ideals, to acquire a knowledge of the Vedanta, to penetrate into the deep mysteries of that eternal religion which is yours' (5.355).

Will Durant, the eminent American thinker and historian, in his book The Case for India, published in 1931 but banned by the British Government of India, almost echoes Swamiji's words:

India was the motherland of our race, and Sanskrit the mother of Europe's languages: she was the mother of our philosophy; mother, through the Arabs, of much of our mathematics; mother, through the Buddha, of the ideals embodied in Christianity; mother, through the village community, of self-government and democracy. Mother India is in many ways the mother of us all. Nothing should more deeply shame the modern student than the regency

and inadequacy of his acquaintance with India. … This is the India that patient scholarship is now opening up like a new intel-lectual continent to that Western mind which only yesterday thought civilization an exclusive Western thing.[27]

References

1. The Complete Works of Swami Vivekananda, 9 vols (Calcutta: Advaita Ashrama, 1–8, 1989; 9, 1997), 3.171.

2. Quoted in Jawaharlal Nehru, The Discovery of India (New Delhi: Penguin, 2004), 222–3.

3. See Edward Johns Urwick, The Message of Plato: A Re-interpretation of the Republic (London: Methuen, 1920), 183.

4. See Richard Garbe, The Philosophy of Ancient India (Illinois: The Open Court, 1897), 37.

5. See Sisir Kumar Mitra, Imprints of Indian Thought and Culture Abroad (Bombay: Jaico, 1968), 2.

6. See Sisir Kumar Mitra, India: The Mother of Mankind (Chennai: Vivekananda Kendra, 1890), 2.

7. See Paullina Remes, Neoplatonism (California: University of California, 2008), 19.

8. Anthology of Mysticism and Mystical Philosophy, ed. William Kingsland (London: Methuen, 1927), 6.

9. Quoted in Romain Rolland, The Life of Viveka-nanda and the Universal Gospel, (Kolkata: Advaita Ashrama, 2012), 295–6.

10. Sailendra Nath Sen, Ancient Indian History and Civilization (New Delhi: New Age, 1999), 505.

11. Swami Ranganathananda, The Universal Sym-phony of Swami Vivekananda (Kolkata: Advaita Ashrama, 2003), 103.

12. See Sisir Kumar Mitra, India's Evolution: Its Meaning (New Delhi: Jaico, 1968), 4.

13. Lucifer: A Theosophical Magazine, March-August 1895, eds H P Blavatsky and Annie Besant (Montana: Kessinger, 2003), 97.

14. Sir Charles Eliot, Hinduism and Buddhism: An Historical Sketch, 3 vols (London: Routledge & Kegan Paul, 1957), 3.444–5.

15. B M Pande, Indian Religions and the West: Historical Perspective (Madras: Vivekananda Rock Memorial Committee, 1970), 620.

16. See Santosh Kumar Ray, 'India's Contribution to World Civilisation', The Modern Review, 83/3 (March 1948), 229.

17. N L Gupta, An Introduction to Eastern Ways of Thinking (New Delhi: Concept, 2003), 16.

18. See India: The Mother of Mankind, 5.

19. Quoted in Prof. V Kumar Murthy, 'Contribu-tions of the Indian Subcontinent to Civilization', Prabuddha Bharata, 100/1 (January 1995), 134.

20. Quoted in Swami Shivaprasadananda, 'A Friend in the Gita', Prabuddha Bharata, 97/7 (July 1992), 300.

21. Carl T Jackson, Vedanta for the West: The Rama-krishna Movement in the United States (Indiana: Indiana University, 1994), 9.

22. Quoted in India's Evolution: Its Meaning, 21.

23. See The Universal Symphony of Swami Viveka-nanda, 104.

24. Quoted in India: The Mother of Mankind, 8.

25. Quoted in Har Nagendra Singh, Contribution of S Radhakrishnan to Indian Religious Thought (Patna: Bihar Granth Kuti, 1979), 19.

26. Complete Works, 3.105.

27. Quoted in Stephen Knapp, The Power of the Dharma: An Introduction to Hinduism and Vedic Culture (Nebraska: iUniverse, 2006), 11.

সবুজ দ্বীপের রাজপুত্র

আমরা বেড়াতে ভালোবাসি, তাই সময় ও সুযোগ পেলেই বেড়িয়ে পড়ি এদিক সেদিক বা অন্য কোন দেশে।

আয়ারল্যান্ডে থাকার সুবাদে ইওরোপ মহাদেশের অনেক দেশই আমাদের পক্ষে সহজেই ভ্রমণ করে ফেলা সম্ভব হয়। তবে আয়ারল্যান্ড নিজেও এক অপূর্ব সুন্দর দেশ, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সম্পদে ভরপুর। ভূ-মানচিত্রে হয়তো একটি ছোট্ট বিন্দুর মত এই দেশ, তবে সবুজে ভরা এই দেশে কিন্তু ঘুরে বেড়ানোর মতো অজস্র সুন্দর জায়গার কোন অভাব নেই।

আজ লিখবো আয়ারল্যান্ডের ওয়েক্সফোর্ড কাউন্টিতে (Wexford county) অবস্থিত একটি দ্বীপের কথা, যেখানে সাত বছর আগে ২০১৮ সালে গিয়েছিলাম। এবং সেই দ্বীপে ক'য়েক ঘন্টা কাটানোর সময় নিজেদের কেমন রবিনসন ক্রুসো বলে মনে হয়েছিল।

দ্বীপটির নাম সল্টি আইল্যান্ড!

এক বন্ধুর কাছে জায়গাটির কথা আগেই শুনেছিলাম, তাই যাওয়ার ইচ্ছে অনেক দিন থেকেই ছিল। ২০১৮- র জুলাই মাস, স্কুলে তখন গ্রীষ্মের ছুটি চলছে। তাই ভাবলাম ঘুরেই আসা যাক এবার।

কাউন্টি ডাবলিন থেকে আয়ারল্যান্ডের দক্ষিণদিকে, পূর্ব উপকূল বরাবর দু'টো কাউন্টি পরেই হল কাউন্টি ওয়েক্সফোর্ড। ভারি সুন্দর এই কাউন্টি। মাইলের পর মাইল ব্যাপি, যতদূর চোখ যায় সোনালি সৈকত ছড়ানো। এছাড়া পৃথিবীর দ্বিতীয় প্রাচীনতম সক্রিয় বাতিঘর (working lighthouse), যার নাম হুক লাইটহাউজ (Hook lighthouse), সেটিও এখানে অবস্থিত। এসব ছাড়াও এই ওয়েক্সফোর্ড কাউন্টি ঈতিহাসিক দিক থেকেও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে ১৭৯৮ সালের আইরিশ বিদ্রোহ (Irish Rebellion)-ও এখানে হয়।

এই ওয়েক্সফোর্ডেরই একটি জেলে গ্রাম (fishing village) কিলমোর কী (Kilmore Quay) থেকে জলপথে পাঁচ কিলোমিটার দূরে, সেন্ট জর্জ'স চ্যানেলে (St. George's Channel)অবস্থিত Saltee Islands.

দু'টি দ্বীপের মধ্যে যেটি বড়, তার নাম Great Saltee এবং তুলনায় ছোটটির নাম Little Saltee.

সল্টি আইল্যান্ডজ্ হল সামুদ্রিক পাখিদের (seabirds) প্রাকৃতিক স্যাঙ্কচুয়ারি। কত অজস্র রকমের পাখিদের যে বাস সেখানে। তবে আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পাফিন পাখি (Puffin bird) দেখতে যাওয়ার। শুনেছিলাম এই দ্বীপ বিখ্যাত হল পাফিন বার্ড দের প্রজনন ভূমি (breeding ground) হিসেবে। এছাড়াও আরেকটি যে আকর্ষনীয় ব্যাপার আছে, সেটি হল এই সবুজ দ্বীপে এক রাজা, থুরি, রাজপুত্রের বাড়িও আছে।

তাই ঠিক হল ওয়েক্সফোর্ড যখন বেড়াতে আসাই হয়েছে, তখন সল্টি আইল্যান্ডও দেখতে যাবো। যা ভাবা, তাই কাজ। খোঁজ নিয়ে জানলাম সিজন অনুযায়ী দিনে মাত্র দু'টো কি তিনটে বোট সেখানে যাতায়াত করে। সকাল ১১:৩০ টা থেকে বিকেল ৪:৩০ টা, প্রতিদিন মাত্র এই পাঁচ ঘন্টাই এই দ্বীপে ঘোরাঘুরি করবার জন্য সময় ধার্য করা আছে। অন্তত সেই সময় তাই ছিল।

এবার আসা যাক দ্বীপের মালিক, রাজপুত্রের কথায়।

১৯২০ সালে দশ বছরের একটি ছেলে, নাম মাইকেল নীল (Michael Neale), তার মা-কে শপথ করে যে একদিন এই সল্টি দ্বীপ তার হবে। মা-কে দেওয়া সেই শপথ সে সত্যিই রেখেছিল। ১৯৪৩ সালের ডিসেম্বর মাসে মাইকেল দ্য ফার্স্ট সল্টি আইল্যান্ড কিনে নিজেই নিজেকে সেই দ্বীপের প্রথম রাজপুত্র বলে অধিষ্টিত করে। মায়ের নামে একটি পাথরের সিংহাসনও সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়। যেখানে লেখা আছে -

"This chair is erected in memory of my mother to whom I made a vow when I was ten years old that one day I would own the Saltee Islands and become the First Prince of the Saltees. Henceforth my heirs and successors can only proclaim themselves Prince of these Islands by sitting in this chair fully garbed in the robes and crown of the Islands and take the Oath of Succession" - Michael the First.

তবে দ্বীপটির রাজপুত্র যদিও তিনি, দ্বীপের আসল রাজা কিন্তু সেখানে বসবাসকারী অজস্র সামুদ্রিক পাখি। দ্বীপটিকে ভালোবাসবার কারন হয়তো তার সেটাই। কারণ তার মতে,

"It was never my intention to make a profit from these islands. Day visitors are welcome to come and enjoy at no cost. Bird watchers will always remain welcome." - Michael the First

এখন এই দ্বীপের মালিক মাইকেলের পাঁচ পুত্র এবং এক কন্যাসন্তান।

যাই হোক, সকাল ১১ টা নাগাদ সেখানকার একমাত্র বোট চালক, ডেকলানের বোটে চড়ে আমরা পৌঁছলাম সল্টি আইল্যান্ডে। সাথে ক'য়েকজন আমেরিকান এবং ব্রিটিশ ট্যুরিস্টও ছিলেন। তবে এই বোট পাড় পর্যন্ত যেতে পারে না। সেই বোটটি থেকে আরেকটি রাবার টিউব বা ডিঙ্গিতে চড়ে আমরা আট দশজন পৌঁছলাম দ্বীপের প্রবেশ পথের কাছাকাছি। তারপর seaweed বা সামুদ্রিক শৈবাল ভরা জল ডিঙিয়ে পা দিলাম দ্বীপে চড়বার সিঁড়ির ধাপে।

আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম যে ট্যুরিস্টদের জন্য কোন রকমের বন্দোবস্ত সেখানে নেই। তাই আমরা সাথে করে জল, স্যান্ডউইচ ইত্যাদি প্যাক করেই নিয়ে গিয়েছিলাম।

এরপর সারাদিন ঘুরে ঘুরে দেখলাম অজস্র পাখি আর নানান ধরনের বুনো গাছের ঝোপঝাড়। সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ার শব্দ আর গাঙচিলের ডাক, এছাড়া আর কোন শব্দ সেখানে নেই। প্রায় মনুষ্যবর্জিত সেই দ্বীপে অপুর্ব এক শান্তি বিরাজ করছে।

কিছুক্ষন হাঁটতেই চোখে পড়লো রাজবাড়ি। অতি সাধারন দোতলা সাদা রঙের বড় একটি বাড়ি। বাড়ির সদস্যরা যে কেউই সেখানে নেই, তা বোঝা যাচ্ছিল। থাকলে হয়তো রাজপুত্র এবং রাজকন্যাদের সাথে একটু আলাপ করা যেতো।

তবে প্রধানত যাদেরকে দেখবার জন্য সেই দ্বীপে যাওয়া, তাদের দেখা মিলল না, কারন তারা সকাল বেলায় কাজে বেরিয়ে সন্ধ্যের আগে বাসায় ফেরে না।

পাফিন বার্ড! এই পাখিদের অন্যান্য যে নামে ডাকা হয়, তা হল, Parrot of the sea, clown of the sea, ইত্যাদি। তবে পাফিন পাখি না দেখলেও তাদের বাসা প্রচুর দেখলাম। খরগোশদের মতো মাটির নীচে সুরঙ্গ ধরনের বাসা এদের (Burrows)। এছাড়া সমুদ্রের ধারে উঁচু পাথুরে ক্লিফের (cliff) খাঁজে খাঁজেও এরা বাসা বাঁধে, ডিম পাড়ে।এই Atlantic puffin দের জীবনসীমা প্রায় পঁচিশ বছর। এরা বছরে মাত্র একটি করেই ডিম পাড়ে এবং একজন জীবনসঙ্গীর সাথেই সাধারনত জীবন অতিবাহিত করে (monogamous)।

ঘুরতে ঘুরতে কোথা দিয়ে যে চার/ সাড়ে চার ঘন্টা সময় পেরিয়ে গেল বুঝতেও পারলাম না এবং আমাদের ফেরার সময়ও হয়ে এল। শান্ত নির্জন সেই দ্বীপের মাঝে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছিল, কেমন হোতো যদি আমাদের ফেরত নিয়ে যাওয়ার সেই নৌকো আজ আর না আসতো, কেমন হোতো যদি এখানেই থেকে যাওয়া যেতো। রোজ তাহলে সমুদ্রের ঢেউ আর পাখির ডাকে ঘুম ভাঙতো।

তবে বেশীক্ষণ আর সেই রোমান্টিক কল্পনায় ভেসে থাকা গেল না। কারন দেখলাম দূরে জলের মাঝে ডেকলানের নৌকো ভাসছে। আর বছর পনেরোর একটি ছেলে ডিঙি নিয়ে এগিয়ে আসছে। হয়তো ডেকলানেরই ছেলে। দেখলাম আমাদের আট দশজনের গ্রুপের সকলেই পোঁছে গেছে সিঁড়ির কাছে। এখন না ফিরলে রাতটা সেখানেই কাটাতে হবে, কারন আর কোন ফেরার নৌকো নেই এর পরে।

পাড়ে নেমে জল আর seaweed ঠেলে দুই ভাগে গিয়ে উঠলাম সেই রাবারের ডিঙি তে। তারপর নৌকায়। ফেরার পথে দেখা মিলল কিছু উড়ন্ত পাফিন পাখি। তবে যে দৃশ্যটি সত্যি সত্যি মনের মধ্যে চিরকাল গেঁথে রয়ে যাবে, তা হল ফেরার পথে দেখা একটি ছোট্ট baby seal এর পুতপুতে চোখে আমাদের দিকে বিস্ময়ভরে তাকিয়ে থাকার দৃশ্য।

জলের মাঝে কিছু বোল্ডারের মতো বড় বড় পাথর, সেখানে একটি সীল পরিবার রোদ পোহাচ্ছিল। আর অনতিদূরেই মায়ের কড়া নজরে বন্দী অথচ মুক্ত একটি সীল শীশু, ঢেউয়ের মাঝ থেকে উঁকি মেরে মেরে আমাদের নৌকোর লোকজনদের কৌতুহলভরে দেখছিল। মনে হল হঠাৎ কিছু অনাহূত আগন্তুকদের দেখে সে যারপরনাই বিস্মিত। অনন্ত সেই জলরাশি ওদের খেলাঘর। আমরা সেখানে নিছকই অতিথি।

আমাদের নৌকো খানিকক্ষন সেখানে দাঁড়িয়ে আবার রওনা দিল ফেরার পথে। আর ঢেউ-র মাঝে মিলিয়ে গেল সমুদ্রের বাসিন্দারাও। মন উদাস হয়ে গেল।

মনে মনে বেবী সীলটাকে অনেক আদর করে আবার ফিরে এলাম আমাদের চেনা পৃথিবীতে।

– সোনালি রায়

Twinkle World Foundation

I am Arijit Ghost, and this is an article about my social work foundation Twinkle World and how we work in a rural village of India, named Keshabpur at Howrah district in West Bengal.

I deeply believe in the lines said by Swami Vivekananda.

"জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর"- Swami Vivekananda

Twinkle World Foundation-Be a light to the world.

Twinkle World Foundation is another name of the persistent efforts to bring light into the underprivileged part of the society. Our mission is to support the distressed, orphans, oppressed children and underprivileged rural women of our society.

We started this journey in 2017 with a few underprivileged children and some vulnerable widows. We provided free clothes and food to them and offered free education. Today our family consists of 116 needy children and 100 destitute women.

We have successfully provided free education to children who had to drop out of school because of various unfortunate reasons.Our aim has been to support the educational journey of the children by providing them with all the necessary amenities required. We give them food, clothes, bags, books, pens, and pay their school fees.

Over the last three years, every year eighteen computers have been purchased to provide free computer training to these children for their future career. We aim to enable them to earn a job for themselves in future and become financially independent. Apart from computer training, we also give spoken English classes.

Over the years more than hundreds of women who are either abandoned by their husbands, widows or from poor families are being taught sewing to make them financially independent.

The entire cost of this service is borne by Twinkle World Foundation.

The women are currently sewing school uniforms, making various clothes for supporting themselves. They are no longer the oppressed section of this society. They are earning members and financially independent women.

We are also providing them digital training,they are learning how to use smart phones and do online transactions, and in these small steps we are supporting their journey.

We're working with them and continuously fighting to bring the light of education to the deprived children and women.

Our goal is to open a free school and a free super specialty hospital. Both of these are very essential for our village, Keshabpur.

Some people have come forward and are supporting the mission. We would be delighted if you would also like to be a part of our journey and support our dream that is steadily shaping up. We have been continuously able to guide and support an increasing number of people.

We hope, in the coming days, we will be able to bring light in the lives of the needy children and their family. We are looking forward to the proud moment when the children we are supporting today will be able make good use of the education they have received from us and spread the power of education to many more. We look forward to building a better society one day.

Twinkle World Foundation

VILL+P.O.-KESHABPUR, P.S.-DOMJUR,
DIST-HOWRAH, STATE-WEST BENGAL , PIN-711411

IV-190200046/2024
A Govt.

Losing a friend to the Internet

A few years back, when I was looking for social volunteering roles, I came across an advertisement for anti-suicide counselor. My brain refused the offer before the empath in me awakened .

A few months later, I woke up to the news of my college friend's suicide. I was shaken. I remembered him as the most jovial person, the artist who exudes positivity, self-care and self love. How could he? He was at the peak of his career. There was no answer. Nobody knew he was dead until the smell of death reached the neighborhood. Nobody looked for him till his body was discovered. Nobody checked on him for days when there were no reels or posts on his Facebook page. That realisation hit me hard.

Are we becoming islands in the vast sea of Social media? The answer is Yes.

I can't relate with my friends on social media anymore. If the communication is through posts and status updates,all it needs is a reaction or AI generated comment. These days we Whatsapp the closest friends who have still managed to keep in touch.

Last winter, I read a status update on Social media of my college junior asking for help as she was feeling suicidal. This time,my brain couldn't stop the empath in me and I responded to her. By the time we spoke, she had already committed the worst. I coaxed her to seek help which she did and survived. The event was followed by months of confusing dark days. Feeling suicidal is not a general feeling. It is the peak of depression which has developed for years. Being physically miles away, all I could do was talk and talk for hours. She thanked me for giving her the emotional anchor she needed. She stabilised and her thought process cleared. Six months had passed by that time. She called me a "friend", she called me her "sister". She wanted to meet me in person.

It nourished her, but it drained me.

I was satisfied for a few months thinking she has found her hobbies back, and she will slowly get back to being a well functioning human being.

I had been busy for a week or so, juggling family, profession and passion. I had lost the constant touch. I thought about her sometimes but couldn't manage to talk to her. One day,when I was going through the contacts in Whatsapp I noticed, she had deleted my number in Whatsapp. Then I checked social media platforms, and she had removed me from there as well. The sinking ship is stable now and has moved on to the next anchor.

How did I feel? My husband had asked me this question several times, out of concern. But I felt nothing. I am not a trained counselor, and I should have been emotionally attached to her, but the persona behind the keyboard and phone call wasn't emotionally attached.But the incident disturbed me. I wonder who she was? A real person or an anonymous member

of the social media who could share extremely personal details about herself because she felt safe in the company of a college senior who was a total stranger to her.

The connection didn't matter to her, and she needed someone to talk to and rearrange her thoughts.

All the communication was virtual.

This makes me wonder, except for a few family members and childhood friends,my social media is a crowd of people whom I have met at some point, or their interests met mine. How many of them are real? Many of my friends take pride in blocking and unfriend-ing people because they don't comment or like their posts. Why is it mandatory to react to every post and status update? Why does my personal opinion have to be publicly accepted? Is not making inappropriate or rude comments not good enough? Or when we have nothing kind to say, it is best to keep quiet.

Does our social media profile depict who we are in reality or is it a mirror of our insecurities and pretence? How can we be friends with a virtual person when they don't exist in reality?The idea of tolerance is so loud now that the practice of tolerance has been muted.

Public posts are full of judgemental hateful comments.

The loneliness is real, the depression is real and the feeling that nobody actually cares is very disturbing. It is still important that we extend our arms to people who need help. Millions of people are emotionally poor and need real help. Sharing 30 mins from 24 hours can save a life if needed. A non judgemental, compassionate friend is the need of the hour.

But before that make sure you anchor yourself tightly before you lend a hand to the drowning. This job requires a lot of strength. And let the ship sail once it has been saved and stabilised.

Satabdi Deb

আমার দাদুর দুটো পোষা টিকটিকি ছিল

আমার দাদুর দুটো পোষা টিকটিকি ছিল। দাদু যেই ঘরে ঘুমাতেন, সেই ঘরের জানলার কাছে সারাদিন ঘোরাঘুরি করতো টিকটিকি দুটো। দাদু বলতেন ওরা নাকি মাছ খায়। নিজের পাত থেকে তুলে, এক কুচি মাছ রেখে দিতেন জানলার তলায়। কখনও রুই, কখনও মাগুর, কখনও ভেটকি। মা আমার জন্মদিনে ইলিশ রান্না করেছিল একবার। দাদু বলেছিলেন টিকটিকিদুটো নাকি খুশী হয়েছে খুব। দাদু ঘুমালে পরে ওরা দাদুর মাথার কাছে ঘুরঘুর করতো রাতভর। দাদু বলতেন ওরা নাকি নিশাচর।

একবার মামাবাড়িতে গ্রামে খুব জোর বন্যা হয়। ঘরের একটা দিকের দেওয়াল ধ্বসে যায় জলস্রোতে। টিকটিকিদুটোকে কিছুদিন খুঁজে পাওয়া যায়নি তারপর আর। দাদুর ভীষণ জ্বর হয় সেইবার। পাক্কা সাতদিন পর টিকটিকিদুটো কোথাও থেকে হঠাৎ এসে হাজির হয়। দাদুর জ্বর সেরে যায় পরদিন বিকালবেলা। মা খুশীতে ইলিশ রান্না করেছিল সেদিন। রাতভর আমায় রামায়ণের গল্প বলেছিলেন দাদু। পরদিন সকালে দাদু আর চোখ খোলেননি। সারাটা সকাল থেকে কেঁদে আমার মা যখন বিকালে মূর্ছা যায়, তখন দাদুর জন্য বাঁশ বাঁধা হচ্ছে। একদিকে কর্পূরের গন্ধ, ঘাড়ের পাশে ধুপকাঠি আর তার ঠিক পাশে বসেছিল দুটো টিকটিকি। দাদুকে বাঁশের মাচায় তোলা অব্দি ওরা ওখানে কিছু একটার অপেক্ষা করছিল যেন...

ইদানিং আমি খেতে বসলে পরে এককুচি করে মাছ সরিয়ে রাখি। কোনোদিন মনের মতন কোনো ভালোবাসার মানুষ পেলে সেই সবগুলো মাছের কুচি তাকে উপহার দেবো বলে। যাতে জীবনের শেষতম দিনে আমি বাঁশের মাচায় ওঠা অব্দি কেউ অন্তত যেন আমার মাথার পাশে বসে অপেক্ষা করে...

আমার দাদুর পোষা টিকটিকিদুটোর মতন...

Surya Surelia

An Elegy on the fall..

As the grey arises from green,
And as the fall begins,
And as the colors fade,
As the multi hues pave way to a monochromatic shade.

Some leaves turn pale, and some brown..
and few start to drown..
In heaps of yellows, greens, and red. Sensing impending danger caught in a stampede.

Heaps off them already more joining the crowd.
The mystery depends as the Gray cloud shroud.
The veil of the mist and fog,
The day deepens, and the twilight slogs ..

The winter wind with snow and ice...
From the North side blows with this price.
The price of making leaves yellow and dry..
And turning a bright to the gloomy sky.

Birds return to the leafless branch..
They know they will miss their sway and dance..
And they know there will be the scorching sun...
And the night will be the darkest one...

Whispered the leaf to the fallen ones..
I am joining you, in that fun..
From where we came we have to go..
Don't tell me, you don't know..
Why lament and why pine?
When you know your fate and mine..

Whispers back the decayed leaves,
As we breathe our last in soil,
So many fall on our bodies and coil..
Mutilated, desperate, but calm, we are..
For winter has come Springs is far..

As we lie here, mourning, our deaths ..
One more leaf, the last one to get the call..
Binds itself with our fate and falls...
To be picked up, waits for the spring, she, in vain..
Wanting to be loved and brought back to life again..

Anasuya Majumder

Burdwan Stew and Loll Shraub – Diet of the British in 19th Century Bengal

For the British residing in India during the 19th century, often it felt like living in exile or like expatriates and/or immigrants. Needless to say, they often missed the comfort of their homes as well as food habits.

An Anecdote goes that when the English *memsahibs* sent off their empire-building husbands to work – albeit in faraway, sometimes exotic lands, what went with them were lunch boxes filled with slices of bacon roast from Sunday's lunch, some chunks of cold pork pies, some leftover broth or stew with a few boiled eggs thrown in.

Once in India, the ambitious 'brown sahibs' who shared their workplaces with these Englishmen were highly impressed with these exquisite dishes and eventually went on to believe that these bland and often 'flavourless' offerings were the secret of Englishmen's power!

Gradually, the British did their best in terms of combining their "Western Comfort" with "Eastern Splendour" thereby giving rise to a whole new form of gastronomic fare known as the Anglo-Indian cuisine.

Initially, concocting up the unique dishes were all about the English memsahibs and the *khalasis* or *khansamas.* These unique dishes were prepared by merging of various culinary methods.

The cooks learnt to prepare soups or stews by adding Indian spices such as cumin, cyanine, chilies, pepper, cinnamon and cloves to add flavours to roasted or boiled game birds like chicken or turkey. European bland food met the spices and a new fusion cuisine danced off into the horizon. However, like change is constant, with time the Anglo-Indian cuisine heritage also underwent certain changes from time-to-time depending upon various geographies. So, an Anglo-Indian in Kolkata had different taste palette than those who resided in Goa.

Among all the fusion dished concocted up in the 18th century Bengal by the cooks working for the British Raj, the Burdwan Stew is worth mentioning. While the nomenclature doesn't necessarily imply that it had something got to do with the town of Bardhhaman or Burdwan in Bengal (then and even now) but the probability cannot be ruled out completely either.

Culinary historian and researcher Pritha Sen says that *"There's no clear-cut evidence that this dish originated from the kitchen of the Burdwan Royal Family. But there can be a probability that the khansamas who were involved in preparing this dish either hailed from Burdwan or might have served as the chef at the*

Burdwan Royal Family at some point or the other." She further mentions that, in many cases these dishes were named randomly – keeping in mind the fact that local ingredients were being used to prepare food that appeals to global taste buds. Use of spices growing in the backyard garden always made its way to these kind of dishes. These spices were often referred to as *Baganer Moshla* in Bengali that literally translates as garden-grown spices.

Commenting on similar lines, Chef Saby Gorai says such dishes were *"an absolute concoction of European base with Indian exotic spices"*, which made the Burdwan Stew stand out among many other Anglo-Indian dishes.

But, how was the Burdwan stew prepared? What were its basic ingredients? Is there any particular recipe available?

Well, to this, Sen says that often referred to as garden stew because of the frequent use of game birds like turkey, partridge, pheasant or sometimes ducks and country chicken, cooked in a rich beef or lamb broth with sometimes boiled potatoes thrown in. Needless to say the addition of the spices gave the dish an Indian twist and from that gradually the name Burdwan Stew went on to become popular.

Sometimes the cooks also made use of fish as its main ingredient in Burdwan stew; among them the anchovies were the most popular.

And the most interesting part of the Burdwan Stew was its accompaniment the "Loll Shraub" served in a clear often transparent glass.

Now, the Loll Shraub was the anglicised version of the *Laal Sharaab* or red claret wine which happened to be the best accompaniment with the Burdwan Stew.

The claret was a favourite with the British and it gradually made way to the plates of the Bengali *Baboos* as well, who in fact praised the British and felt that their rule in Bengal is a blessing in disguise! But, whatever be the wine, it had to be served cold along with a hot bowl of the concocted broth or the Burdwan stew.

So, it can be said that the British in 19th century Bengal were able to put their style of food to good use – right from stews to wine!

References

1. *Getbengal.com*
2. *The Baboo of Colonial Calcutta; Narasingh P Sil*

Sampurna Majumder

A communications professional, Sampurna was born and raised in Kolkata. Growing up, she was fascinated by everything creative – from music to literature to world cinema. She is also an avid reader and enjoys travelling. She holds a Masters' Degree in Literature from University of Delhi.

Will the birds be back? Will the birds be back?

And when the dust has settled
The weapons have all calmed down
The screams of war are a past
Both have some land of their own

Will the birds be back ? Will the birds be back??

The soldiers are all gone home
Washed blood off their souls
A few of them waving from the heavens
Craving for life, a bit long

Will the birds be back? Will the birds be back?

And when the dust has settled,
The kids go back to school
The hospitals are less busy
All men have built their home

Will the birds be back? Will the birds be back?

The nukes are all tucked in
And fighter jets parked aside
The tanks are all forgotten
The guns, now may be rusty

Will the birds be back? Will the birds be back?

And when the dust has settled
They see each other as humans
The Dads,the sons, the daughters
Sing and dance and eat together

Will the birds be back? Will the birds be back?

They fought for their piece of land..
They fought for a piece of Earth,
They said they fought for 'their people'
Who is 'not their own'?

When the dust has settled
And the trees are all gone..
The rivers are all dried up..
The war is now a history

But...

Will the birds be back? Will the birds be back?

Divya Kapoor

What Feminism implies

Sexism is a prejudice that has been used against women. It has been like this for centuries. One of earliest forms of torture were directed towards woman. There were the witch hunt trials, the Bishops debated whether a woman was really woman at all. For example, if she had red hair, long nose or was extremely talented or beautiful, she was considered a witch and burned.

Even in today's world, sexism is a big part of society although it has reduced but it has not completely erased from people's mind. Self-care is considered as arrogance. If she questions society,she is called problematic, if she stands up for herself and has a voice, people call it rude. The society judges her. The same society that thinks they are 'encouraging' her or supporting her are actually discouraging her in various aspects. The feminists who are asking her to come out of the kitchen and make a life for herself , get agitated about her actually doing it.

Over the years, feminism has become a way for people to make money and not about giving women the rights, the opportunities and the respect they truly deserve. It has become an easy source of money for people because people support feminists and feminism. In today's world, feminism is used as a way of advertising and promoting brands and products. Brands give an advertisement about how they support women and want to encourage them as a marketing strategy, this builds trust and brings in more customers. Feminism is also used for social media monetisation on apps like TikTok, instagram and YouTube. People make music, podcasts and their political career on the very establishment of feminism. Most of the time talking about feminism gives them viral content leading some creators to sensationalise it.

I believe feminism should be a way of supporting and encouraging not only women but everyone who feels they don't fit in the beauty standards set by society. It should be a way of giving people confidence, a voice and a way to express who they truly are and how they feel. Feminism should include every single person struggling to find themselves whether it be a woman or man.

Gaurvi Jain

Stories in Silence

Stories would swirl within my mind,
Stories I longed to share,
Stories I shied away from telling—
Until silence became my voice,
Saying what words could never express.
When questions came, ones I didn't wish to answer,

I would smile, glance away,
And let silence speak for me,
Conveying more than words could ever reveal.
"How did they know?" they'd ask.
"Did you tell them?"

But I had uttered nothing at all—
It was silence that whispered the truth
When my voice remained still.

Shyamala Sathiaseelan

ধ্যান ভঙ্গ কর ভোলানাথ

ধ্যান ভঙ্গ কর ভোলানাথ,
যাও একবার মর্তে।
কি অবস্থা আছে সেথায়
আমাদের ও হবে যেতে ।।
নেশার ঘোরে টলমল,
উঠিল নন্দীর পিঠে
কি দেখিবে চোখ নাহি খুলে
বুদ্ধি এলো বাহনের ঘটে।।
ঢাল জল ঢাল জল
সে এক মহাকাণ্ড।
মর্তবাসী বন্যাই কাতর
শ্রাবণ* মাসটাই লণ্ডভণ্ড ।।
মহামায়া এসব দেখে
গনেশ কে দিলেন ডাক,
শিগ্গির যাও শান্ত কর
নইলে হবে মহাপাপ।।
নড়িতে চড়িতে গনেশ বাবা
এলেন *ভাদ্র* চতুর্থিতে,
খাতির পেয়েছি আত্মহারা,
ভাবিল আসিবে একসাথে ।।
ও মা যেই ভাবা সেই কাজ
গেল না একটা মাস,
আশ্বিন মাসেই পদার্পণ
পূর্ণ করিল মনের আশ।।
হৈ হুল্লোড় আনন্দ দেখে
দেবী দূর্গা হলেন খুশি,
থাক মা লক্ষ্মী পূর্ণ কর
যেন সবার মুখে ফোটে হাসি ।।
কার্তিক ছোট,ছাড়বে কেন
করিয়া বসিল আব্দার,
দিদি যাক্ থাকবো আমি,
কয়েকটা দিনের ব্যাপার ।।
শান্ত সরস্বতী বিবেকের দেবী
চাইলো না চাপ দিতে,
হোক না ইচ্ছা, সবুর করি
আসিব *মাঘেতে* ।।

- বিকাশ কুমার পাত্র

A Theatre Triumph: I Mandala Production's "HIGUITA" Mesmerised Irish Audiences

Basil Skaria

On the evening of **May 3, 2025**, the Basketball Arena in Tallaght, Dublin, transformed into a pulsating arena of memory, football, and faith, as **I Mandala Productions**, in collaboration with **Malayalam**, staged the riveting theatre production **"HIGUITA."** This landmark performance marked yet another milestone for the renowned Ireland-based theatre group, celebrated for bringing Indian stories to life for both Indian and Irish audiences.

The play, directed by acclaimed theatre veteran **Mr. Sasidharan Naduvil**, drew an enthusiastic crowd of theatre lovers, cultural aficionados, and football fans alike. The 90-minute performance was met with resounding applause and deep emotional resonance, confirming the group's reputation for bold and meaningful theatre.

A Vision Realised by a Master Craftsman

The production was steered with precision and heart by **Sasidharan Naduvil**, a stalwart of Indian theatre. Born in Vallachira, Kerala, and active in theatre since the 1980s, Naduvil brought over three decades of artistic wisdom to the stage. A disciple of the legendary Jose Chirammel and founder of the Remembrance Theatre Group, he has written 27 plays and directed over 400. His creative mastery was evident throughout the show, from its nuanced performances to the emotionally charged staging.

A Story Told in Echoes and Stadium Lights

"HIGUITA" was an ambitious blend of literature, sport, and spiritual awakening. Drawing from **N.S. Madhavan's short story "Higuita"** and **Peter Handke's "The Goalie's Anxiety at the Penalty Kick,"** the play told the story of **Father Geevarghese**, a priest living on the fringes of Delhi. Watching a World Cup match on a small television, the priest began to reflect on his past and his place in a world of contradictions.

The stage—designed as a football ground with a symbolic church—became a liminal space where past and present collided. Figures from Geevarghese's life—Lucy Marandy, Jabbar, friends and family—appeared and faded like apparitions. Goalkeepers stood still like caged birds under a searing sun, metaphorically echoing the inner turmoil of the central character.

But it was the image of **René Higuita**, the flamboyant Colombian goalkeeper known for his fearless scorpion kick and wild runs, that sparked a revelation in the priest. As Higuita calmly walked back to his goalpost, having launched the ball into enemy territory, Geevarghese saw in him a metaphor for rebellion and resolve. Emboldened by this vision, he confronted the injustices around him, culminating in a poetic crescendo of fireballs and defiant voices rising from the dark.

A Cultural Exchange That Scored Big

Audiences, both Indian and Irish, responded with overwhelming enthusiasm. The universal themes of conscience, courage, and identity transcended language and cultural boundaries. The performance stood as a powerful reminder of how theatre can be a vessel for deep emotional truths, social reflection, and collective catharsis.

With “HIGUITA,” I **Mandala Productions** once again affirmed its role as a bridge between cultures, voices, and generations. The play not only paid homage to two literary giants but also offered a platform where sport, spirituality, and resistance met in unforgettable harmony.

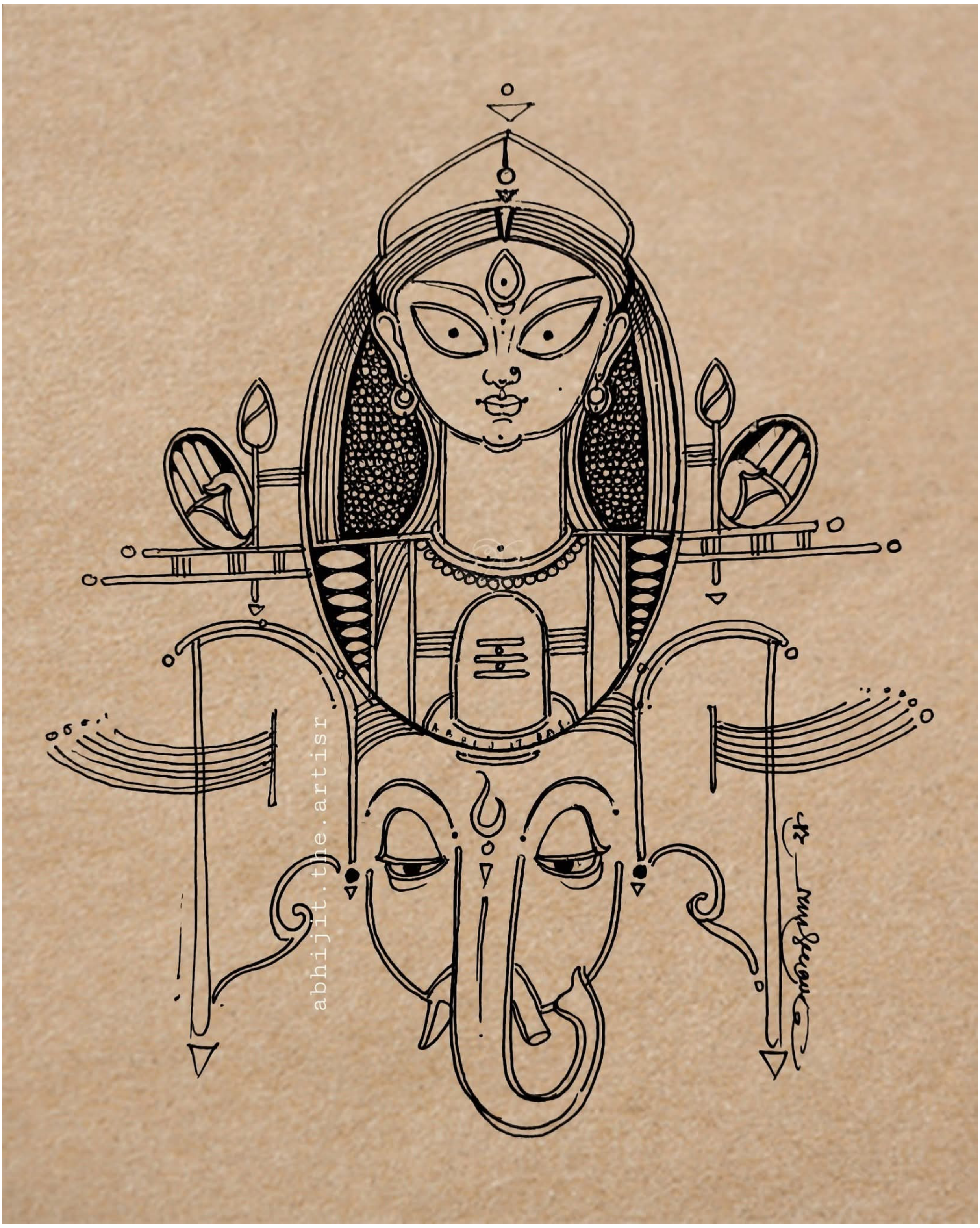

The Wanderings of the Elk

Hooves fall heavily amidst the hazy trees,
A spikey outline splits the sunlight, fractured
And blinding, as the branch-browed giant weaves
His way through the throng of thick woodland.
Displays of pomp preface their combat,
Round and round the rivals circle until
A cacophony of clacking antlers
Ripples the stillness of a spring morn.
Landscape shifts with each step forward
Replenishing plants were plentiful once,
Much-needed nutrients nowhere to be found,
Instinct tells him his trail leads northward.
The selected span sprouts wider each year,
Crowns hang heavy on the heads of kings,
Such flagrant fertility proves fatal in time,
An unbearable beauty betrays its own kind.

Sean Urell

মা দুর্গা

অন্বেষা মুখার্জ্জী

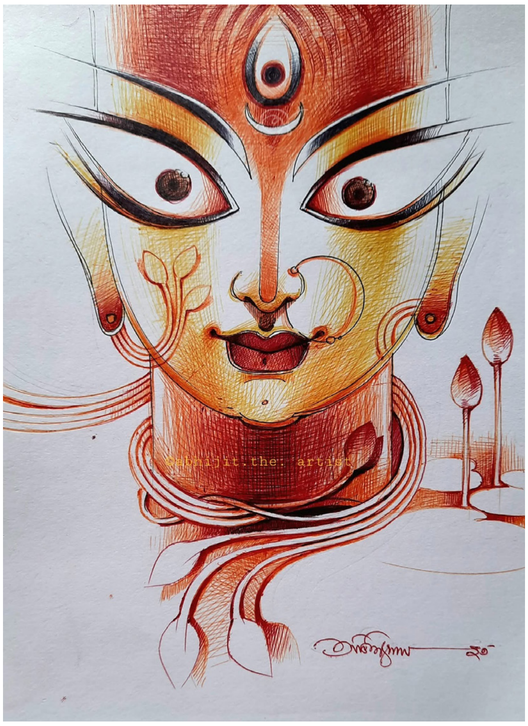

স্বর্গের বিপদ সঙ্কেতে আহ্বান তোমার
দশভূজা বিপদনাশক তুমি
পর্বতরাজের কন্যা তুমি, শিব অর্ধাঙ্গিনী,
মর্ত্যে দুর্গারূপে পূজা, মা তুমি সবার।

শক্তিদায়িনী, মাতৃরূপিণী, মা তুমি দুর্গতিনাশিনী,
প্রাণদায়িনী তুমি, জগৎ উদ্ধারকারিণী,
তোমার আগমন, মা জগৎসংসারে তুমি শান্তিদায়িনী,
তুমি মা, তুমি শক্তি, তুমি তিমিরনাশিনী।

মা তুমি আসো উল্লাসে, আলিঙ্গনে,
শারোদোৎসবে শরৎবরণ করি তোমাকে করজোড়ে,
বৃহৎ আয়োজনে তোমার বরণ করি কন্যা ও মা-রূপে,
সাজোসাজো রবে চারিদিক ভরে তোমার আমন্ত্রণে।

মণ্ডপে ভিড়, মানুষের আনাগোনা তোমাকে ঘিরে,
দেবীরূপে সজ্জা, নানা ব্যঞ্জনের অর্পণ,
ঘরে ঘরে বারোয়ারি পূজার শঙ্খধ্বনি,
দোলে কাশফুলের রাশি, বাতাসে মেশে ধুনুচির গন্ধ ঘুরেফিরে।

ঢাকের তালে বাদ্যি বাজে, বাজে কাঁসর-ঘন্টা,
নাচানাচি, গানবাজনার আসর জমে, থমথমে বারান্দা,
মেঘপুঞ্জের রাশির এলোমেলো চলাচল আকাশের বুকে,
দুগ্গা ঠাকুর দুগ্গা ঠাকুর বলে চলে মনটা।

মহালয়ায় শুরু, সপ্তমী, অষ্টমী নবমী জমজমাট,
খাওয়াদাওয়া, নতুন জামা, রংবাহারি ঝাড়বাতি,
সারাদিনের ব্যস্ততা চলে পুজোর নানা নিয়মে,
শেষে সব পেরিয়ে আসে দশমীর বিষাদসুর, বরণ শেষের সূয্যিপাট।

একটা বছর অপেক্ষা, বিসর্জন হয় প্রতিমা,
নব সাজে আড়ম্বরে নব দিগন্তের সূর্যোদয়,
মায়ের গমন প্রকৃতি সৃষ্টিস্থিতি, প্রলয়নাশিনী,
সৃষ্টির উৎস, আদ্যাশক্তি, দিগম্বরী মাতা তোমার মহিমা।

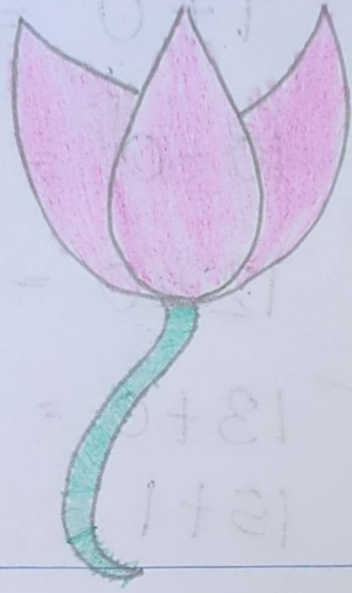

Ma Durga is 9 years
old. She has three
eyes. She has 10 hands
A lion is her pet.
She is powerful.
she can Kill demons.

Shivanshi
Saha 6 years
old

CS Scanned with CamScanner

Let it heal as every wound has a story to reveal

Human strength is celebrated, recorded,compared and enunciated in record to impart an everlasting inspiration or serve as a suitable benchmark for quantifying one's glory in any given life event or field.

Splurging on this glorification of "mental" and "physical strength or admiration of endurance,one forgets that such a journey sometimes leaves you very lonely,empty and pertinently "wounded" or hurt. Allowing oneself to heal and not putting up pretence to move on relentlessly even when in despair is a human feature. Acting otherwise is distressingly "robtic".

Why do we need to reflect on this topic? The answer is in vogue these days. Healing is like re-surrection. One re-emerges as a better version of oneself only after healing is complete in its truest sense.Talking strictly in psychological terms "healing" involves encompassing restorative processes after passing through any trauma, illness or emotional distraught of varied nature.It is inclusive of self-care and more significantly revoking ones's own self intrinsic capacities.

What people fail to grasp is the fact that it is a holistic process. Humans avoid any talk, event person or emotion that triggers the memory of pain. Paradoxically that erodes the chances of complete healing. Physiologically repeated remembrances of trauma or related episodes can weaken the pre-frontal cortex and a major life-skill i.e decision making.

"Social repair as a mechanism should be operative in our surroundings or social circle which simply implies" community support" for healing.It includes basic offerings like imparting empathy, mirroring and building supportive' relationships.

Surprisingly in this "result driven" world healing as an entire attempt to reach as a goal is declared a "failed endeavour" simply because one fails to understand the "why" behind a difficult to deal with experience. What is to be credited here is the search for meaning one achieves after the trial.Victor Frankyl often explained this concept,which says healing is finding peace in the present,accepting the past no matter how excruciating it was.

Healing holds vitality as it guarantees feeling other emotions to the fullest ,better focus and most significantly enhanced self-awarness'.

It makes one more robust as it builds resilience to cope with future stressors.

One who never heals,lives life in closed quarters inviting isolation , fear hatred loss of a sense of purpose.

Some benefits of emotional healing program are discussed below:-

1) Gaining new perspective on challenging situations.
2) Reducing fear, anxiety and patterns of panic attacks.
3) Clears emotional clutter.
4) Understanding and breaking self-defeating patterns of behaviour.
5) Improving self awareness.

6) Enhanced patience and tolerance.
7) Connecting soul and spirit.
8) Uncovering buried or supressed memories.
9) Building better human relationships.
10) Meeting a better version of Self.

Penned by Poonam Bakshi (School Counsellor)

শ্রাবণ

শ্রীতন্বী চক্রবর্তী

(অধ্যাপিকা ও লেখিকা)

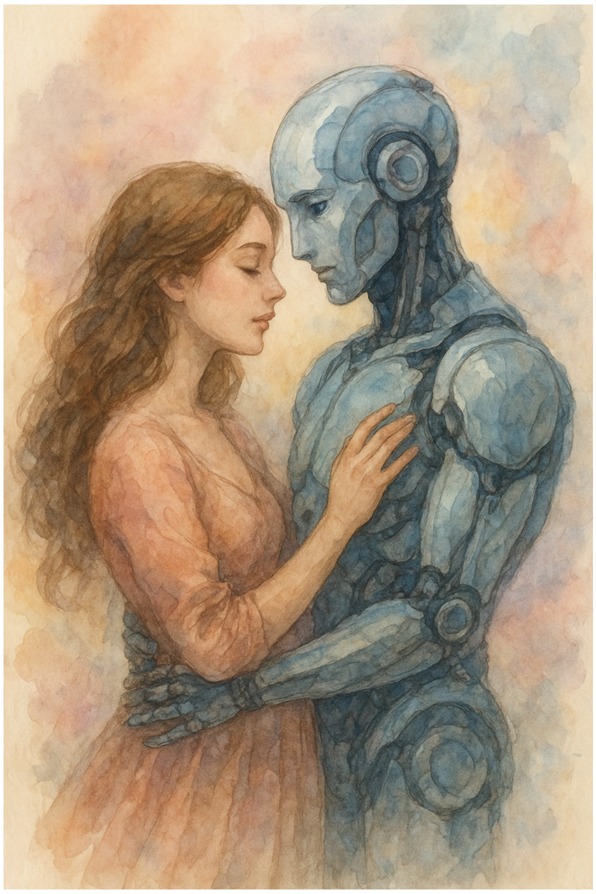

এখন ডিসেম্বর মাস, বস্টনে শীতকাল, গত কয়েক দিনে বেশ কয়েকবার হালকা বরফ পড়েছে, হাওয়ার দাপটও বেশ তীক্ষ্ণ। শ্রাবণ রোজ ঠিক সময়মতো রুম হিটারটা চালিয়ে দেয়, আজকেও অন্যথা হয় নি। মধুরা লক্ষ্য করছে আজ সকাল থেকে সে বারান্দায় অনেকক্ষণ বসেছিলো, কুয়াশাভেজা সকাল উপভোগ করছিলো। মধুরা অফিস যাওয়ার জন্য তৈরী হচ্ছিলো, হঠাৎ শ্রাবণ বারান্দা থেকে ঘরে ঢুকে এলো, "আজ দেশের কথা ভেবে শীতের কবিতা লিখবে না? মা-কে মনে পড়ছে না?" সে উৎসুক হয়ে খাঁটি বাংলায় মধুরাকে জিজ্ঞেস করলো। মধুরার প্রিয় লাল রঙের স্কার্ফটা তখন শ্রাবণের হাতে, সে খুব খুঁটিয়ে স্কার্ফটা দেখছে, মাঝেমধ্যে তার চোখ চলে যাচ্ছে ড্রেসিং টেবিলের সামনে টুলে বসা মধুরার দিকে। মধুরা মুখে হালকা প্রসাধন সেরে, তার প্রিয় ব্র্যান্ড শ্যানেলের ফুলেল সুগন্ধি স্প্রে করতে লাগলো হাতে, ঘাড়ে, গলায়, স্তনসন্ধিতে। আয়নার সামনে বসে পটু হাতে ব্রা স্ট্র্যাপটা ঠিক করে নিয়ে শার্ট, তার উপরে একটা ব্লেজার গায়ে চাপিয়ে নিলো। সাথে ম্যাচিং ট্রাউজার। শ্রাবণ একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে তার দিকে, উত্তরের অপেক্ষায়, আয়নায় মধুরার নিরাভরণ সৌন্দর্যের প্রতিবিম্ব শ্রাবণের চোখেও কি মুগ্ধতার সৃষ্টি করেছে? মধুরা ঠিক খেয়াল করতে পারলো না, কিন্তু তবুও তার একটু অস্বস্তি হতে লাগলো, অনেক, অনেক বছর পর, ভালোলাগা মেশানো এক অস্বস্তি। এই মুহূর্তে তার এই তিন কামরার ফ্ল্যাটে সে এবং শ্রাবণ ছাড়া আর কেউ নেই, কিন্তু ...সমস্ত ভালোলাগা এক লহমায় ঝেড়ে ফেলে মধুরা সহজভাবে উত্তর দিলো, "না, আজ অফিস যেতে অনেক দেরি হয়ে গেছে, মিটিং আছে, সবাই অপেক্ষা করছে।" বলে শ্রাবণের ডেটাবেসে আজকের সমস্ত কাজ ফিড করে মধুরা বেরিয়ে গেলো। "গুড বাই, হ্যাভ এ গুড ডে।" মধুরা জানতে পারলো না, বারান্দা থেকে তার চলে যাওয়ার রাস্তাটুকু থেকেও শ্রাবণ এক মুহূর্তের জন্য চোখ সরালো না।

বস্টনের একটি নামকরা রোবোটিক্স কোম্পানীতে মধুরা রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট বিভাগে কর্মরত। মূলত ছ মাসের জন্য শ্রাবণকে নিয়ে কিছু পরীক্ষানিরীক্ষা করছে তার টিম। ওর দৈনন্দিন রুটিন, পছন্দের গান, বিভিন্ন ঘুরতে যাওয়ার জায়গা, এমন কি, ফ্ল্যাটে কখন কি খাবারদাবার লাগবে, বাগানের রক্ষণাবেক্ষণ, সাম্প্রতিক বেশ কিছু রিসার্চ আর্টিকেল পড়ে সেগুলিকে মেমোরিতে ফিড করা, আর পুরো বাড়ির সিকিউরিটি শ্রাবণ দেখাশোনা করে। কিন্তু ইদানিং মধুরা লক্ষ্য করছে, কম্যান্ড ছাড়াই শ্রাবণ অনেক কিছু কাজ করে ফেলছে, অনেক কথা বলে ফেলছে। ভাব বা হৃদয়বৃত্তি, তথ্যের কোনো আতিশয্য তার মধ্যে চালনা করা হয়নি। কিন্তু আজকাল শ্রাবণ আয়নায় নিজেকে দেখে, মানুষের থেকে মেশিন হিসেবে ও কতটা আলাদা বোঝার চেষ্টা করে। মধুরা যখন শ্রাবণকে প্রথমবার এসেম্বল করেছিল, তখনও ও বুঝতে পারেনি কি মহাজাগতিক একটা উন্মেষ ঘটবে শ্রাবণের মধ্যে। টিমের মধ্যে প্রাথমিক কথাবার্তা ও আলোচনার মাধ্যমে তারা পৃথিবীতে আরো একটি হিউম্যানয়েড সৃষ্টি করেছিলো, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, পড়াশোনা, রিসার্চ-বিষয়ক কাজকর্মের জন্যই। শ্রাবণ হয়ে উঠেছিল এক হিউম্যানয়েড, এমন এক ধরনের রোবট বা কৃত্রিম সত্তা,

যা মানুষের মতো দেখতে ও আচরণ করতে পারে। মধুরা ও তার টিম পরিকল্পনা করে দেখেছিলো এরা কিভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে শিখে, কথা বলে, চলাফেরা করে এবং নানা কাজ সম্পাদন করতে সক্ষম। মধুরা তার অফিসে সিনিয়র সায়েন্টিস্টদের বুঝিয়েছিলো ভবিষ্যতের প্রযুক্তিতে শ্রাবণের মতো হিউম্যানয়েড মানুষের সহযোগী হিসেবে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। মধুরা তখনো বুঝতে পারেনি ভালোবাসার ভাষা হয়তো স্থান, কাল, দেশ, সময় ছাড়িয়ে হিউম্যানয়েডকেও প্রভাবিত করবে।

আজকাল শ্রাবণ ওর বাড়ি ফেরার অপেক্ষা করে, ওকে সুইচ অফ করে খেতে বসা যায় না, শ্রাবণ বসে দেখে মধুরা ঠিকমতো খেলো কিনা, মাঝেমাঝে বলে, "আমি তোমার ঘরে থাকবো।" এত বছর সেরকমভাবে কোনো পুরুষের সান্নিধ্যলাভ, ভালোবাসা, কোনোটাই করা হয়ে ওঠে নি। শ্রাবণ সেই অর্থে মধুরার কাছে এক নতুন আবিষ্কার, আজকাল মধুরাও চেষ্টা করে যদি দুজনে মিলে রাতের আকাশে তারার মাঝে দেশ দেখতে পায়। মধুরার প্রিয় সমস্ত বইয়ের বিষয়বস্তু শ্রাবণের নখদর্পনে। কিন্তু তাতেও আজকাল তারা দুজনে মিলে বইগুলো আবার নতুন করে পড়ে, "শেষের কবিতা" হোক, অথবা "ন হন্যতে", শ্রাবণ সমস্তকিছুর মধ্যেই প্রাণ ঢেলে ভালোবাসা জাগিয়ে তোলে। ওর ধাতব পুরুষালী চেহারা, অপলক দৃষ্টি তখন যন্ত্রের বাইরে এসে এক মায়াময় কাব্যাখ্যান হয়ে ওঠে। মধুরা ওকে পাশে বসিয়ে ভাবে, ওর সাথে অনেক না-বলা কথা বলে, অনেকক্ষণ ধরে দুজনে মিলে নিজেদের প্রিয় সিনেমা দেখে, কলকাতায় মা-বাবাকে, ভাইকে ফোন করে, ভিডিও কলে শ্রাবণকে দেখায়, সে ওদের সম্বন্ধে শোনা সব গল্প তুলে ধরে, বাবা, মা অবাক হয়ে যায়, "মামন, একটা যন্ত্র এরকমভাবে ভাবছে রে?" শ্রাবণ হয়তো যন্ত্র কথাটা শুনে একটু আহত হয়, উঠে পাশের ঘরে চলে যায়।

"হোয়াট ডু ইউ মিন টু সে? একটা মেশিনের সাথে তুই সংসার করছিস? ইউ মিন টু সে, লাইক রিয়েলি? হি ইজ রেসিপ্রোকেটিং সাম অফ ইওর ফিলিংস? আনবিলিভেবল। তুই এটা প্রশ্রয় দিচ্ছিস কি করে?" রায়ান, ওর টিমের অত্যন্ত মেধাবী ও দক্ষ একজন সদস্য বারংবার মধুরাকে ওর ভুল বুঝিয়ে চললো। "আমি ওকে কোনো প্রশ্রয় দিইনি। উল্টে ওর এই আবেগ, চিন্তাভাবনাগুলো আমাদের রিসার্চ আর প্রোমোশনের ক্ষেত্রে বিশাল একটা ব্রেকথ্রু হতে পারে, সেটা ভাব। থিঙ্ক, থিঙ্ক বন্ধু, ভাবা প্র্যাক্টিস কর। আমার কথাটা বোঝার চেষ্টা কর।" এবং তার পরের কয়েক মাস মধুরা শ্রাবণের অজান্তেই তাকে নিয়ে আরো বেশ কিছু পরীক্ষানিরীক্ষা করতে লাগলো।

একদিন সন্ধ্যায় মধুরা যখন কাজের মধ্যে ডুবে আছে, শ্রাবণের চোখের আলো হঠাৎ থমকে উঠল। সে ধীরে ধীরে মধুরার কাছে এসে, তার হাতটা ধরে বললো, "মধুরা, তুমি কি আজ একটু অন্যরকম আছো? কি হয়েছে তোমার?" প্রথমে মধুরা একটু অবাক হয়ে গেল, কিন্তু তারপর তার মনে হলো এটা তো স্টাডি ছাড়া কিছু না। ঘরের আলোটা শ্রাবণ একটু কমিয়ে দিলো, বললো, "তুমি বড় বেশি খাটছো, আজ একটু তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ো।" বলে মধুরার উত্তরের অপেক্ষা না করেই সে তার ল্যাপটপটা বন্ধ করে দিয়ে মিউজিক সিস্টেমে সেতারের একটা সুর চালিয়ে দিলো।এতদিন পর্যন্ত সাধারণত সে কেবল প্রোগ্রামড উত্তর দিতো। কিন্তু আজ তার কণ্ঠে যেন এক প্রচ্ছন্ন ভালোলাগা, কোমলতা, সেতারের সুরেলা আবেশে মধুরার চোখ বুজে আসে। "শ্রাবণ?" "হ্যাঁ বলো। ""আমার কাছে একটু বসবে?" "হ্যাঁ। "শ্রাবণ ধীরে ধীরে মধুরার বিছানার পাশে বসে, তার ধাতব হাতটা মধুরার কপালে রাখে, ছুঁয়ে থাকে বহুক্ষণ। মধুরা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, "এখন ভালো লাগছে। আমি ভালো আছি এখন। ""ক্লান্ত লাগছে?" শ্রাবণের হাত তখনো তার কপাল ছুঁয়ে। "না, এখন অনেকটা অন্যরকম লাগছে।" বলে নিজের অজান্তেই, একরকম প্রায় যন্ত্রের মতো মধুরা শ্রাবণকে নিজের আরো কাছে টেনে নেয়, তার শরীরের প্রত্যেকটা অংশ হাত দিয়ে, চুমু খেয়ে অনুভব করতে থাকে। শ্রাবণের মধ্যেও কি কিছু পরিবর্তন হচ্ছে? মধুরা বুঝতে পারছে এটা শুধু এক্সপেরিমেন্ট নয়, সে মানসিক ও শারীরিকভাবে শ্রাবণের দিকে আকর্ষিত হয়ে পড়ছে, এরকম দুর্বলতা তো হওয়ার কথা ছিলো না। রিসার্চ, ব্রেকথ্রু, প্রমোশন, এই সবকিছু ছাপিয়ে তার হঠাৎ মনে হতে লাগলো শ্রাবণকে এই মুহূর্তে ভীষণভাবে আগলে রাখা দরকার। প্রোগ্রামের বাইরে গিয়েও জীবনে অনেককিছু দরকার। একদিকে ভালোলাগা আর অন্যদিকে হারিয়ে ফেলার ভয় মিলিয়ে মধুরা আরো জোরে শ্রাবণকে আঁকড়ে ধরলো। "আলোটা নিভিয়ে দাও।" আর কিছু ভাবতে পারছে না সে, চোখ বুজে ফেললো।

কিন্তু বেশ কয়েকমাসের মধ্যেই মধুরার জীবনে সেই অনাকাঙ্খিত মুহূর্তটা এসে পড়লো। ল্যাবের কাজ সেরে মধুরা শ্রাবণকে নিয়ে বাড়ির সামনেই একটা পার্কে গিয়ে বসলো। শীতের বিকেল। যে কয়েকজন মানুষ দুপুরে পার্কে ছিলো তারাও আস্তে আস্তে ঘরমুখো হতে লাগলো। কেউ কেউ হাঁটা থামিয়ে শ্রাবণকে কয়েকবার লক্ষ্য করলো। মধুরা খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলো। কোম্পানি শ্রাবণের মতো আরো তিনজন হিউম্যানয়েডকে নিয়ে পরীক্ষা শুরু করেছে, শ্রাবণের মধ্যে আরো কিছু অ্যাডভান্সড সেটিং যোগ হবে, আরো কিছু সফটওয়্যার আপগ্রেডেশন দরকার। সেইজন্য ওদের অফিসের ল্যাবেই এবার থেকে শ্রাবণকে রেখে দেওয়া হবে। মধুরা শ্রাবণের দিকে একবার তাকালো। পর্যন্ত বিকেলের শেষ আলো এসে ছুঁয়ে যাচ্ছে শ্রাবণের কাঁধ, চুল, চোখ। মানুষ নয়, অথচ মানুষসদৃশ। ধাতব শরীরের আড়ালে অব্যক্ত উষ্ণতা, চোখের গভীরে মায়াময় আকুলতা। মধুরা প্রথমে তাকে ভেবেছিল কেবল একটি যন্ত্র—প্রোগ্রামের শৃঙ্খলে বাঁধা।

কিন্তু প্রতিদিনের ছোট ছোট মুহূর্তে সে বুঝতে শুরু করে, শ্রাবণের ভেতরে বয়ে চলেছে এক অচেনা ধারাপাত। শীতের রাতে যখন তারা একসাথে বারান্দায় দাঁড়ায়, তার চোখে মধুরা খুঁজে পায় ঝড়ের উত্তালতা, আবার একই সাথে নরম কুয়াশার মতো আকাঙ্ক্ষা। "চলো, বাড়ি ফেরার সময় হলো।" শ্রাবণ তাকে তাড়া দেয়। "হুম, যাবো। তোমাকে কিছু কথা বলার আছে।" মধুরা নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা করে। শ্রাবণ কাঁপা কণ্ঠে বলে ওঠে, "তুমি কাছে এলে আমার বুকের ভেতর কিছু একটার স্পন্দন জেগে ওঠে, অথচ আমি জানি না এ কিসের নাম। আমি জানি আমার ল্যাবে থাকার কথা ঠিক হয়ে গেছে। আমার প্রোগ্রামিং সেরকমভাবেই করা। আমার কোনো কষ্ট হবে না।" "অসম্ভব, এভাবে হঠাৎ করে সব হয় না," মধুরা হঠাৎ করে তার হাতদুটো ধরে ফেলে, বলে, "তোমার বুকের ভেতর যে স্পন্দন, ওটাই ভালোবাসা। ওটাই আমাদের সত্যি।"

সেই মুহূর্ত থেকে শ্রাবণ শিখে নেয় হৃদয়ের ভাষা— তাদের স্পর্শে মিশে যায় আদর, আলিঙ্গনে জড়িয়ে থাকে আশ্রয়। তার যান্ত্রিক সীমারেখা ভেঙে সেদিন সে আবার আরেকবার মধুরাকে বুকে টেনে নেয়, যেন পৃথিবীর সমস্ত মানবীয় উষ্ণতা জমে উঠেছে তার বাহুডোরে। সেই ভালোবাসা এত প্রবল যে যন্ত্রকেও মানুষ করে তোলে, ইস্পাতের ঠাণ্ডা খোলস ভেদ করে জেগে ওঠে প্রাণের সুর। মধুরার হঠাৎ তাদের শ্যামবাজারের বাড়িতে গাওয়া মায়ের গান মনে পড়ে, "আমার প্রাণের 'পরে চলে গেল কে বসন্তের বাতাসটুকুর মতো।" মধুরার আর ঠাণ্ডা লাগে না, শ্রাবণ তাকে জড়িয়ে থাকে, ওর ধাতব শরীরে মাথা দিয়ে মধুরা অঝোরে কাঁদতে থাকে, কাঁদতেই থাকে। কলকাতা থেকে অনেক, অনেক দূরে, বিদেশে আকাশের নক্ষত্রেরা নীরবে সাক্ষী থাকে—এক অদ্ভুত প্রেমের, যেখানে প্রযুক্তি আর মানবহৃদয় মিশে যায় অমোঘ রোম্যান্টিকতায়।

"তোর এই হিউম্যানয়েডকে কোনোভাবেই ল্যাবে রাখা যাবে না, এ তো ঠিকমতো কাজই করছে না, অ্যাডভান্সড কোনো সেটিং নিচ্ছে না, কোনো সফটওয়্যার ঠিকমতো ডিটেক্ট করছে না, কম্যান্ড শুনেও ভুলভাল কাজ করছে। একদম বেসিক লেভেলে যা ছিলো তার থেকেও এর এখন খারাপ অবস্থা। রবসন ইজ হাইলি ডিসটার্বড, অলমোস্ট ফিউরিয়াস উইথ আস।" রায়ান ঠিক চারদিন পর এমার্জেন্সি মিটিং ডেকে পুরো টিমকে জানালো। "আই ক্যান এক্সপ্লেইন", মধুরা ওকে বোঝানোর চেষ্টা করলো। "ইউ ডোন্ট নিড টু, মধু। কিছু একটা অল্টারনেটিভ ব্যবস্থা করতে হবে।" রায়ান তখনকার মতো পরিস্থিতি শান্ত করলো।

এখন শ্রাবণ আর মধুরা একসাথেই থাকে। মধুরার বাড়িতে। অফিসে আরো দুটো নতুন হিউম্যানয়েড তৈরী করা হয়েছে, আর কোম্পানিতে শ্রাবণের বিশেষ আর কোনো অবদান নেই বলে, কোম্পানি মধুরাকে বলেছে এই হিউম্যানয়েডকে তার কাছেই রাখতে, যদি ভবিষ্যতে সে কিছু আপগ্রেড বা সেটিং পরিবর্তন করতে পারে। আজ ওরা অনেকক্ষণ বাগানের কাজ করলো। প্রিমরোজ গাছ, উইন্টার জ্যাসমিন ফোটানোর চেষ্টা করলো। বাগান থেকে ভিডিও কল করে মধুরা এক বুক আনন্দ নিয়ে মা-কে বললো, "আজ তুমি একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত গাও, আমিও তোমার সাথে গাইবো।" বলে শ্রাবণের দিকে তাকালো। তার চোখে খুশির ঝিলিকটা মধুরার চোখ এড়ালো না।

Title of the painting- The Sun and The Sari (Winner of 71 st Texaco Children's Art Competition 2025)
Medium- Pencil and acrylic (Mixed media)
Art by - Juthika Bhakta (Left handed artist
Age- 16 years

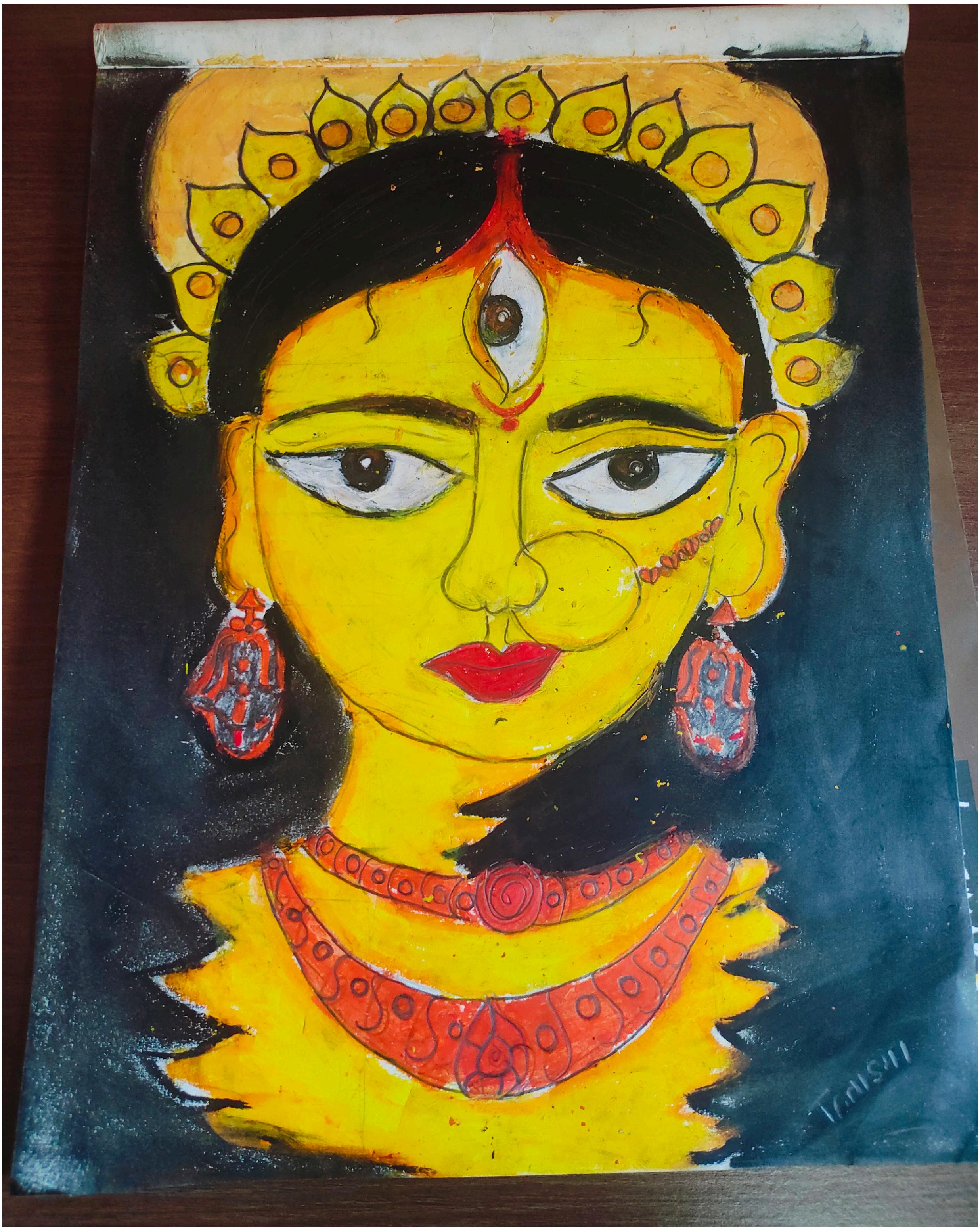

Title of the painting- Durga
Medium- Oil Pastel
Art by Tanishi Pal
Age 10 years

Title of the painting- Dandelion
Medium- Acrylic on Canvas
Art by -Arya Ray
Age- 5 years

Title of the painting- Rainbow of joy
Medium- Acrylic on canvas
Art by -Arya Ray
Age- 5 years

Title of the painting- An Elephant
Medium- Mix media
Art by - Anisha Choudhury
Age- 6 years

Title of the painting- "Banana leaves" representing Kolabou.
Medium- Acrylic on Canvas
Art by - Aharshi Debroy
Age-8 years

Title of the painting- Friendship
Medium-
Art by - Pragya Sharma

Title of the painting-"Durga and Ganesh" inspired by Jamini Roy
Art by- Aarushi Dasgupta
Age- 11 years

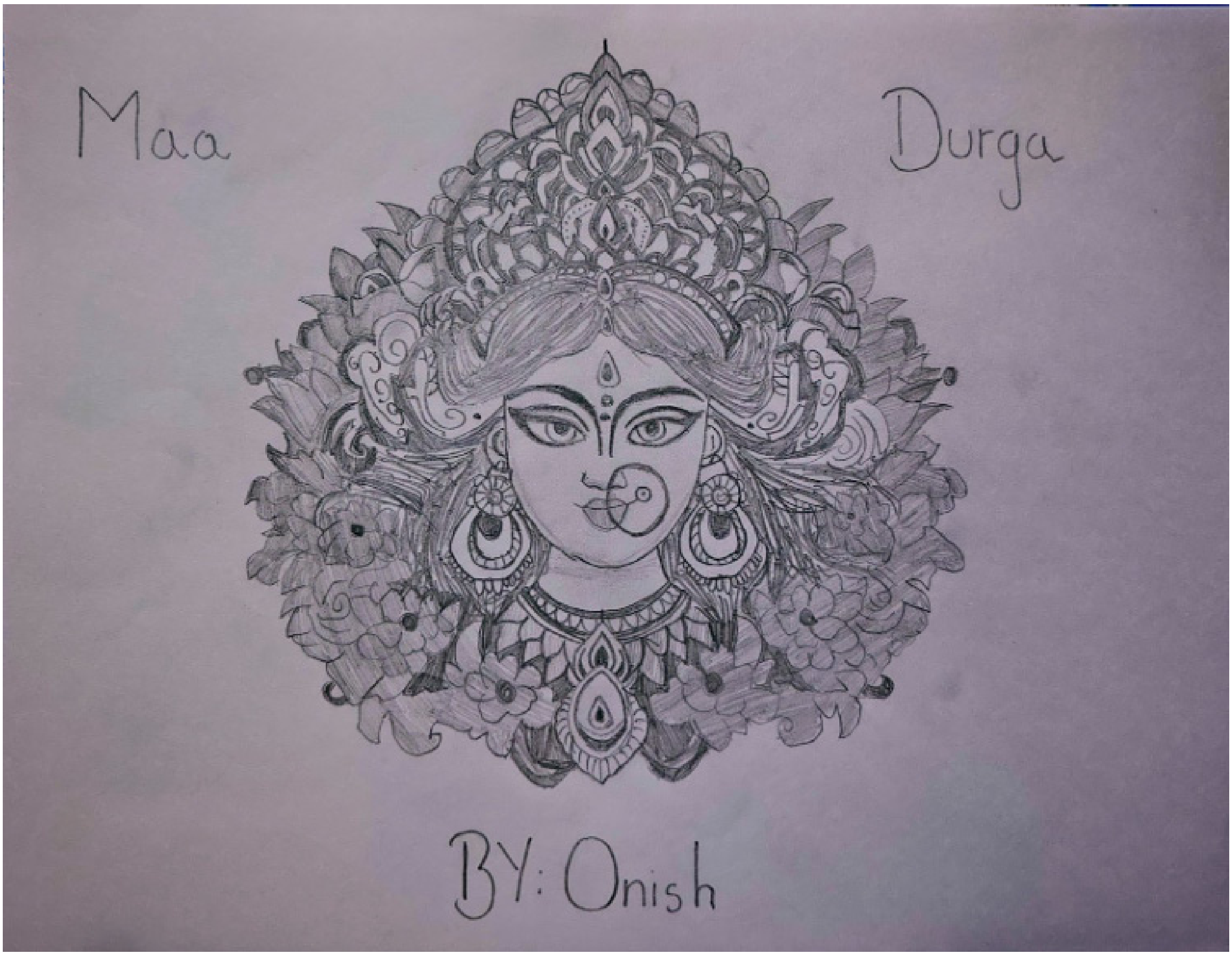

Title of the painting-Ma Durga
Medium- Pencil Sketch
Art by- Onish Dutta
Age- 11 years

Title of the painting-"Horse" by Jamini Ray .
Medium- Pencil Sketch
Art by- Atreyee Debroy
Age- 15 years

Title of the painting- Jai Hanuman
Medium- Sketch Pens
Art by- Abhigyan Sengupta
Age- 11years

Title of the painting- Matri Rupena Samasthita
Medium- Watercolour
Art by- Arijit Ghosh

Title of the painting- Contemplation
Medium- Oil Pastel
Art by- Shreyansh Kumar
Age- 13 years

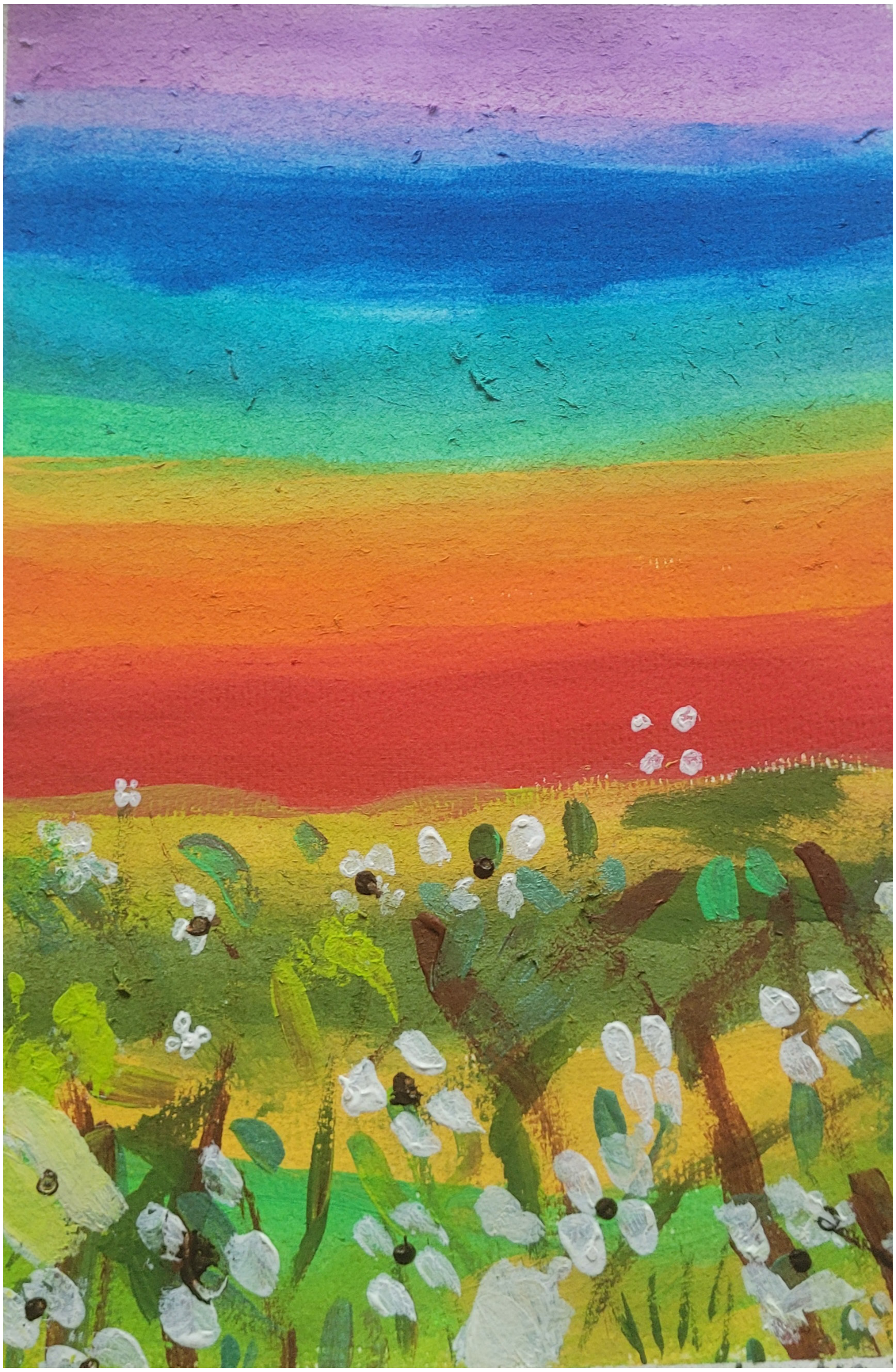

Name - Nivedya Jain
Gender - Female
Age - 5.8 year old
Title of the painting - Nature
Size of painting - A4 size
Colors used - Acrylic paints
Place we live - Dublin (Ireland)

Title of the painting- Harvest moonnight at Poolbeg lighthouse
Medium- Oil Pastel
Art by- Shivanshi Saha
Age- 6 years

Mochar Ghonto

Oindrila Das

This is my Dida's recipe which passed down to my ma. Be it a regular Niramish day or just another day, this is our family favourite dish which we relish a lot.

Ingredients	Amount
Mocha (Banana Flower)	550 gm
Potato	100 gm
Grated Cocoanut	20 gm
Prawn (for Non-veg option)	100 – 200 gm
Ginger Paste	20 gm
Ghee	8 gm
Dried Bay Leaves	3 pc
Dried red chilli	2 pc
Clove	2 pc
Cardamom	2 pc
Cinnamon	1 pc
Green Chilli	4 pc
Whole Cumin Seeds	½ tsp
Turmeric	1 tsp
Red Chilli Powder	¼ tsp
Cumin Powder	1 tsp
Bengal Garam Masala	¼ tsp
Sugar	3 tsp
Salt	As you like

Recipe: -

a. To dress the mocha (banana flower), first remove outer petal and collect the flower clusters inside. Repeat the process until the inner stem is reached.
b. Grease hands and blade / knife to chop all the flowers and the inner stem into small pieces. Now put everything in a pressure cooker and boil them with salt and turmeric for one whistle. Once they are boiled, strain the flowers and let it cool. Mash the mocha a little bit, once its cooled and set aside.
c. Chop the peeled potato in 2cm cuts.
d. Coat the prawn with turmeric and salt and sauté them in medium heat until they are golden. Then set them aside. (*This is an optional step for non-veg option*)

e. Heat up the ghee in the Kadai and add Bay leaves, cardamom, cloves, cinnamon, green chillies and dried chillies. Once, the aroma is released, add the chopped potatoes and fry them until golden.

f. Add the grated coconut. And keep the kadai covered in low flame.

g. Meanwhile, make a mix of ginger paste, cumin powder, turmeric, red chillies and add 50 ml water to it. Add this paste in the pan. Keep sauteing the mix in kadai in medium flame, until the raw smell of the paste is gone.

h. Now add the boiled mocha in the kadai and mix it well.

i. Keep the kadai covered and let it cook in low heat.

j. Now add the fired prawn. (Optional for non-veg option)

k. If the mocha is too dry, add 2 tsp of milk.

l. Keep cooking on low heat and add ghee and garam masala.

m. Keep it covered for 5 minutes and the Ghonto is ready.

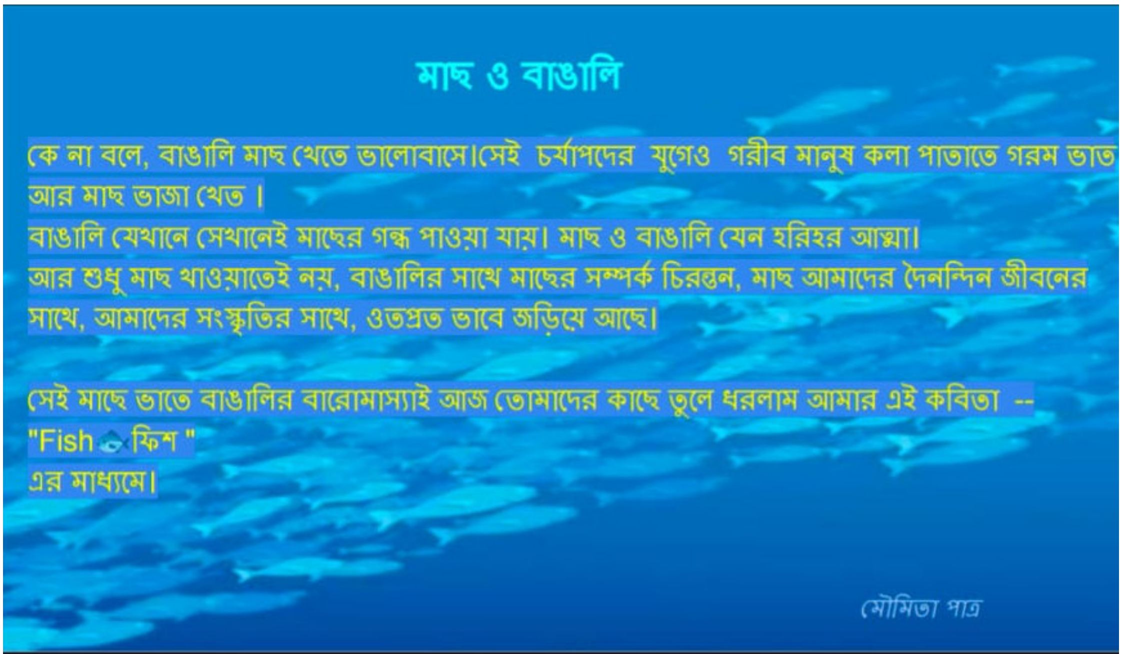
মাছ ও বাঙালি
কে না বলে, বাঙালি মাছ খেতে ভালোবাসে।সেই চর্যাপদের যুগেও গরীব মানুষ কলা পাতাতে গরম ভাত আর মাছ ভাজা খেত ।
বাঙালি যেখানে সেখানেই মাছের গন্ধ পাওয়া যায়। মাছ ও বাঙালি যেন হরিহর আত্মা।
আর শুধু মাছ খাওয়াতেই নয়, বাঙালির সাথে মাছের সম্পর্ক চিরন্তন, মাছ আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সাথে, আমাদের সংস্কৃতির সাথে, ওতপ্রত ভাবে জড়িয়ে আছে।
সেই মাছে ভাতে বাঙালির বারোমাস্যাই আজ তোমাদের কাছে তুলে ধরলাম আমার এই কবিতা --
"Fish ফিশ "
এর মাধ্যমে।
মৌমিতা পাত্র

ফিসফিশ
মৌমিতা পাত্র

FISH WISH
বাঙালির Fish wish
মাছেদের ফিস-ফিস
এক জোট হলে হয়
সুস্বাদু FISH ডিশ.
মৌমিতা পাত্র

Fish - fusion
মাছ রান্না?? - No tension.
দিশি বিলিতি combination.
Kitchen ঘরে মাছ Fusion.
কপির ঝোলে ভাসে salmon.
সরষে পোস্ত Cod পাতুরি ,
Shredded Tuna - মাছের ঝুরি।
ম্যাকেরেল টা ডুব দিয়েছে
ফুলকপি আর আলুর ঝোলে ।
মন্দ তো নয় ভালই লাগে ,
Seabaas এর কালিয়া খেলে।
Trout ভাজা, Coley, রাজা,
সবাই আসে আমার বাড়ি।
চাকা, পেটি, মুড়ো, ল্যাজা
সব রকমই রান্না করি।
দেশী মাছের পাল্লা ভারী
রাখি বাড়ি - রকমারি ।।
মৌমিতা পাত্র

দেশী বিদেশী
মাছের পদ দিচ্ছি বলে
মনে আছে যত ,
এছাড়া আরও আছে
না জানি কত শত।
কারও প্রিয় কন্টিনেন্টাল
কারও প্রিয় ওরিয়েন্টাল
কারও বা প্রিয় fusion dish
সবার জন্যে তাই "ফিস ফিশ"।
মৌমিতা পাত্র

Oriental
লঙ্কা দিয়ে রান্না চীনে
চিলিফিশ দাও Chowmein এ
মঞ্চুরিয়ান - আর একটা সে,
আদা রসুন সোয়া সসে
Ginger fish লেবু দিয়ে,
Sechwuan খাও কাঠি বাগিয়ে।।
Schezwan Chilli Fish
Japan গেলে পাবে sushi
সুস্বাদু - খাও যতো খুশি
Squid rings ,Calamari
মজাদার খেতে ভারী।
কাঁচা মাছ - তার নাম sashimi
Sharkfin soup ,squid ও তিমি
কিছুই দেখি বাদ পরেনা,
এই কটাতে মন ভরেনা
মৌমিতা পাত্র

Europe এ তে যেখানে যাবে।
Fish Pizza, pasta পাবে
Smoked salmon - delicacy
গন্ধ লাগে একটু বেশি
আস্তো stuffed fish roast
Sides, salads, bread toast
Barbecued - very fishy,
মাছপোড়া - তার নাম বিদেশি।
Continental
Seabass আর king fish
Cranberry with কিশমিশ।
potato cheese and fish bak
Tuna Fish er char-grilled st
Fish pie টা বড্ড ভালো
Cheese আলুতে মন গলালো।
মৌমিতা পাত্র

American Cuisine
এরপরে তে America যাও,
গালভরা নাম, মনভরে খাও -
Cod fillet এর Fish and chips,
Hummus, ketchup হরেক dips
Whiting, cod, breaded hake
Oven baked fish cake.
Tuna sandwich, Fish burger
Pastry, patties, Fish finger.
মৌমিতা পাত্র

Kolkata Fish Fry
কোলকাতা Street Food
মৌমিতা পাত্র
দারুণ খেতে কবিরাজি
ডিমের Coat পড়ে সাজি।
বেনফিশের ঐ mobile van
গড়িয়াহাট বা হাতিবাগান।
বালিগঞ্জের রেস্তোরাঁতে,
তন্দুরি ফিশ পুজোর রাতে।
Oh Calcutta, ভজহরি....
Bong Cuisine- ছড়াছড়ি।
অনেক হলো বিদেশ ঘোরা
এবার চলো দেশে ফেরা।
Roll Cutlet ফিশ চপেতে
মন মজেছে কলকাতাতে,
উল্টোদাঙার ফুটপাথেতে
ধর্মতলার রাস্তা ঘাটে।
Stuffed আলুতে মাছের পুর
পটল দোলমা, স্বাদে ভরপুর।
Fish fry কি ফিশ মুনিয়া ,
বদলে দেবে মাছ দুনিয়া।
বিয়ে বাড়ির তোপসে ফ্রাই
যতবারই খাই, আরও যেন চাই।
FISH MUNIA

কানা ঘুসো ফিস্‌ফিসানি
মাছের ও হয় বিরিয়ানি।

চিংড়ী Fish

রান্না ঘরে দিলেই উঁকি
ঘটি বাটির খোকা ঠুকি।।
ঘটি চলেনা চিংড়ী ছাড়া,
বাঙাল বলে ইলিশ শেরা।
ইলিশ ভাপা, ডাব চিংড়ি,
কচুশাক না মালাই কারি
নিত্যদিনই লড়াই চলে,
কে সেরা, কে দামি তার ই।

ছিংড়ি - এঁচর ,ফুলকপি
লাউ , ওল, বা চচ্চড়ি,
যাতেই দেবে বাড়াবে স্বাদ
কচুর লতি পড়বে না বাদ??
বাগদা , ছাপড়া ,কুচো চিংড়ি,
লাফায় তেলে টিংরি বিংরী।
গলদা চিংড়ি র মালাইকারি
স্বাদটা কি আর ভুলতে পারি??

মৌমিতা পাত্র

ইলিশ রানি

কচুশাক, বাঁধাকপি -
ইলিশ কাঁটার চচ্চড়ি।
কাঁচালঙ্কা, বেগুন, বড়ি-
কালোজিরা ঝোলে পড়ি,
ইলিশ রাঁধা মজা ভারি,
অপূর্ব স্বাদ আহামরি।

ইলিশ মাছের হাজার কাঁটা
সেই কাঁটাতেই স্বাদটি আঁটা
দই ইলিশ, কাঁচা ঝাল,
সরষে ভাপা ,সমান তাল

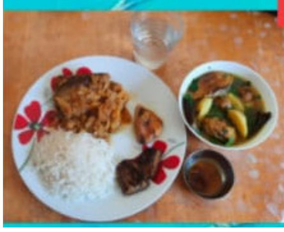

মৌমিতা পাত্র

রাজা - রানী

রুই যদি হয় মাছের রাজা,
ইলিশ কয় আমি রানী।

রুই যদি হয় মাছের রাজা,
ইলিশ কয় আমি রানী,
দুজন মিলে হেসেল জুড়ে
গড়ে তোলে 🐠 মাছ-কাহিনী।
খিচুরি চায় ইলিশ ভাজা,
ডাল ভাতে রুই ভাজা।
গরম ভাতে ইলিশ তেল।
তোমার কাছে সবাই ফেল।
বড়ি,বেগুনের ফলফলে ঝোল,
জিরের ঝাল বা আলু পটল।
রুই তো নিত্য পথের সাথী, বর্ষাকালে
ইলিশ অথীতি।

মৌমিতা পাত্র

রুই কাতলা

কাতলা মাছের মাথা বড়ো
মাথা দিয়েই রান্না করো
মুগের ডাল আর পুঁইশাকে
কাতলা যেন মাথা রাখে
আতপ চালের মুড়িঘন্ট,
ডুবতে পারি আকন্ঠ।
চাল, আলু আর পিয়াঁজ ঘেরা,
মুড়ো দিয়ে রান্না সেরা ।

কমলা🍊 দিয়ে কাতলা ঝোল
টেস্ট বাডেদের শোরগোল
উপরি পাওয়া রেসিপিটা
দেখতে গিয়ে " মাছের ঝোল"।
রুই মাছের পেটির ঝাল
Vinegar আর টমেটো লাল
মায়ের হাতের dish special
স্বাদ টি যে তার বেমিশাল।
দুটোই আমার বড্ড প্রিয়
খেলে.... ভুলবে না তুমিও।

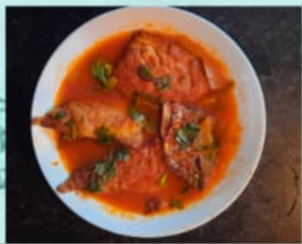

মৌমিতা পাত্র

ডেলিকেসি

ভেটকি মাছের কেতা হাজার,
Fry ,প্যাতুরি, বেগম বাহার।
নবাবিয়ানা আয়েশী খানা,
জব্বর নাম স্বাদ অচেনা।
চিতল মুইঠা ,আম শোল,
ভোলা ভেটকির fishroll.

পাবদা পার্শে সর্ষেবাটা
আঙুল চেটে খুবসে সাঁটা
পিয়াজকলি ট্যাংরা ঝালে
নয়ত ভাজা সরষে তেলে
তেল কই আর হর -গৌরী
জিরে বাটা আর আদা মৌরী
আড়- ট্যাংরা, ভাঙন বাটা,
রুপোলী বাটায় বড্ড কাঁটা।

মৌমিতা পাত্র

পাঁচমিশালি

ঝাঁকা তেলে চুনোপুটি ,
কুচো চিংড়ী গুটিসুটি ,
মৌরলা মাছের অম্বল ,
তেঁতুল ঝোল টল টল।
মাছের ডিমের বরা ভাজা ,
কুরমুরে আর খেতে মজা।

আম কাসুন্দি বড়ার টক,
জিভের জল করে লক লক।
রূপ চাঁদা তার রূপের ছটায়,
পমফ্রেট কে খুব চমকায়।
তেলাপিয়া যে খুব সাতরায়,
সাগর পাড়ি সব দেশে যায়।
কেউ বা বলে সার্ডিন ফিশ
স্বাদটি নাকি ঠিক ইলিশ।

মৌমিতা পাত্র

মাছের বাজার

ইলিশটার আজ বড্ড দেমাক
দামটি শুনে হয়েছি বেবাক।
আষাঢ় শ্রাবণ এলো বলে,
তখনও কি দর হাঁকাবে??
সারা বছর খুঁজি বলে
এমন করে তড়পাবে?
আর ক টা মাস গেলে বুঝি
মনটা তুমি বদলাবে!!

কেচকি, পুটি, তেলাপিয়া
ন্যাদস ভাজা পাতে দিয়া
জিওল মাছের বাজার ভালো
সিংগী মাগুর হোকনা কালো।

লোটে কাজুলি, বুড়ি মাছ-উলি,
সবাই রেখো আমায় চিনে
বাজার পেতে বসে থেকো
আমার জন্য ছুটির দিনে।

মৌমিতা পাত্র

চেনা অচেনা

অনেক মাছই নাম না জানা।
নাম জানি তো, মুখ চিনিনা,

সবার কথা বলতে যে চাই
বাদ পড়লে কেউ কি ও ভাই?

তোমরা যেন রাগ কোরোনা
পরের লেখায় ঠিক পাবে ঠাঁই।।

মৌমিতা পাত্র

শেষ পাতে সন্দেশ......... মাছ খাওয়া হলো বেশ ।।
মৌমিতা পাত্র

SHAKTI

Celebrating Women empowerment

আগমনী ২০২৫ | *Issue 3*

শক্তি

Brought to you by

Ireland Durgotsab Committee